জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা

মূল ব্যবহারকারী

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জনাব রুহুল আমিন তালুকদার

যুগ্ম সচিব (পলিসি), প্লানিং উইং কৃষি মন্ত্রণালয়

ডা. জাহাঙ্গীর হোসেন

কর্মসূচী পরিচালক, স্বাস্থ্য, কেয়ার বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

মে ২০১৮

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ডা. মোঃ শাহনেওয়াজ

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার পুষ্টি বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং অপুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ ও দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) প্রণয়ন করেছে, যেখানে বহুখাত ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয় এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কার্যালয় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan –CIP), ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার আঞ্চলিক পর্যায় তথা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জড়িত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয় এবং নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পুষ্টি কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সফলতার সাথে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও পরিচালিত হয় এবং নির্ধারিত কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে সঠিক এবং সহজ দিক নির্দেশনা প্রয়োজন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ একটি '**পরিচালনা সহায়িকা'র** প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়, যা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে।

আমি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং জাতীয় পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টিনীতির রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যাতে সক্ষম হয় সে প্রত্যাশা করি। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় উল্লেখিত নির্ধারিত সূচক অর্জন সম্ভব হবে এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মো: আসাদুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

বর্তমান সরকার জাতীয় পুষ্টিনীতি '২০১৫ বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) প্রণয়ন এবং বিভিন্ন স্তরে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে কার্যকরের লক্ষ্যে কাজ করছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত ও বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কৌশলকে অবলম্বন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশলে ব্যয় সাশ্রয়ী ও প্রমাণ নির্ভর কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়ন কৌশল ও দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ নেতৃত্বে দিচ্ছে। অগ্রগতি পরিমাপ, বিশেষ করে প্রত্যাশিত প্রভাব ও ফলাফল পরিমাপের জন্য একটি বিস্তারিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পুষ্টি উন্নয়নে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ প্রস্তাবের প্রতিও তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যার ২য় লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও উন্নত পুষ্টির ব্যবস্থা করা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পুষ্টি একটি সামগ্রিক ইস্যু, এর সাথে রয়েছে বহুখাতের পারস্পরিক সম্পর্ক। খাদ্য, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, ওয়াস, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট অনেক মন্ত্রণালয় পুষ্টির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। সরকার বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের একটি সু-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। যেখানে ২২টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ জেলা এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির জন্য একটি পরিচালনা সহায়িকা তৈরির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। আশা করছি, বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির সার্বিক অগ্রগতিতে কমিটিগুলোর সক্রিয় ভূমিকা পালনে এই পরিচালনা সহায়িকাটি সহায়তা করবে। আমি এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

মুখবন্ধ

জাতীয় পুষ্টিনীতি (২০১৫) অনুযায়ী দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অপুষ্টির তাৎক্ষণিক, মৌলিক ও অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার পুষ্টিনীতির প্রস্তাবিত রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর, উন্নয়ন অংশীদার এবং স্থানীয় সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসে অপুষ্টি পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সরকারের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে। জাতীয় পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে, বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত উপরোক্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ও পাঁচটি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিগুলো সমন্বিতভাবে পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মনিটরিং করবেন। বাস্তবতা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা (অপারেশনাল গাইডলাইন) তৈরি করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ এই সহায়িকাটির প্রকৃত ব্যবহারকারী। এটি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারিগণ কী করতে হবে তা বুঝতে পারেন এবং কমিটি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব, ভূমিকা ও কর্মপরিধি কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তার ব্যাখ্যা ও ধারণা লাভ করেন।

এই সহায়িকাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধির মতামত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের বর্ধিত পরামর্শসমূহ সংযুক্ত করে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সাথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যারা সরাসরি বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন বা এই কার্যক্রম নিরীক্ষণ করছেন তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা নিরূপণ করে সহায়িকাটির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই সহায়িকাটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সদস্যদের তালিকা ও বৃহৎ আঙ্গিকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কীভাবে পালন করা সম্ভব হবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কমিটির কাজকে সহজ করার জন্য এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য ও প্রতিষ্ঠান যেন তার স্ব স্ব বিভাগের কাজের সাথে পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কাজ সমন্বয় করতে পারেন তার জন্য কিছু নমুনা কপি ও ফরমেট সংযুক্ত করা হয়েছে।

সহায়িকাটি প্রস্তুতকরণে কারিগরি ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য কেয়ার বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, ইউএন, CSA for SUN এবং অন্যান্য সংস্থা বিশেষ করে UNICEF, Save the Children, WHO, Concern Worldwide, Plan International, FAO, BIRTAN, Nutrition International কে যাদের অংশগ্রহণ এবং মূল্যবান মতামত সহায়িকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

ডা. মো: শাহনেওয়াজ

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
১.	**পটভূমি**		৬-৮
	১.১	পুষ্টি কার্যক্রম: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	
	১.২	পুষ্টি কার্যক্রম ও বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গুরুত্ব ও চাহিদা	
	১.৩	জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব	
	১.৪	পরিচালনা সহায়িকাটি কে বা কারা ব্যবহার করবেন	
	১.৫	পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার প্রক্রিয়া	
২.	**জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতা**		৯-১৪
	২.১.	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (NPAN-2) ও বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির মধ্যে সম্পর্ক ও গুরুত্ব	
	২.২	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (NPAN-2) কার্যক্রম	
	২.৩	অপুষ্টির কারণ ও তা দূরীকরণে বহুপাক্ষিক সমন্বয় ও কার্যক্রমের সম্পর্ক	
	২.৪	বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বহুস্তর (জেলা ও উপজেলা পর্যায়) ভিত্তিক সমন্বয়	
	২.৫	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত পুষ্টি সমন্বয় কাঠামোর চিত্র	
৩	**জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি**		১৫-২২
	৩.১	সরকারি প্রজ্ঞাপন	
	৩.২	কমিটির কর্ম-পরিধি ও তার ব্যাখ্যা	
	৩.৩	কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
	৩.৪	বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর ভূমিকা	
৪.	**পুষ্টি সমন্বয় কমিটি কার্যকর ও স্থায়িত্বকরণের কর্ম-কৌশল ও প্রক্রিয়া**		২৩-৩১
	৪.১	জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্ম-কৌশল	
	৪.১.১	কমিটির কার্যক্রম গতিশীলকরণ	
	৪.১.২	বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	
	৪.১.৩	পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরী	
	৪.১.৪	কমিটির কার্যক্রম স্থায়ীত্বকরণ/ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	
	৪.২	পুষ্টি সমন্বয় কমিটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যমান কমিটির মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়	
	৪.৩	স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ	
৫.	**উপসংহার**		৩২-৩৩
৬.	**সংযুক্তি**		৩৪-৫৪
	সংযুক্তি ১: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্রের নমুনা		
	সংযুক্তি ২: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরি ও জেলা বরাবর প্রেরণ প্রসঙ্গে চিঠির নমুনা		
	সংযুক্তি ৩: বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর জন্য সভাপতির নমুনা চিঠি ও ফরমেট		
	সংযুক্তি ৪: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কার্যক্রম নির্ধারণের ফরমেট ('ক' হইতে 'ত' পর্যন্ত)		
	সংযুক্তি ৫: সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপনের নমুনা ফরমেট		
	সংযুক্তি ৬: জেলা / উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর নমুনা চেকলিষ্ট		
	সংযুক্তি ৭ (ক): জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা		
	সংযুক্তি ৭ (খ): উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা		
	সংযুক্তি ৭ (গ): জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণের জন্য উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সমন্বিত প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা		
	সংযুক্তি ৮: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনা বিবরণীর নমুনা ছক		
৭.	**পরিশিষ্ট**		
	১	ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট খাতওয়ারী বিভাজনের সরকারি প্রজ্ঞাপন	
	২	পরিশিষ্ট-২: SBCC বিষয়সমূহের একীভূত তালিকা	
	৩	পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় উপস্থিতির তালিকা ও পর্যালোচনাকারীবৃন্দ	

১.

পটভূমি

১.১ পুষ্টি কার্যক্রম: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধানে পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ***"জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে"***। সুতরাং সঠিক পুষ্টি পাওয়া জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সংবিধানের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ১৯৭৪ সালে 'জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল **'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ'** গঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত হয় ১৯৯৭ সালে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের লক্ষ্যে পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য পায়; এরই ধারাবাহিকতায় স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN), দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (ICN2 2014) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (SDG) প্রণীত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টিনীতি প্রণয়ন করে এবং পরবর্তী সময়ে ২০১৭ সালে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, **'দারিদ্র্য নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষি এগিয়ে নেয়া'**। ২০২৫ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা ও কৃশতাসহ সব ধরনের অপুষ্টি দূরীকরণ এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও বয়স্ক নাগরিকের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সহমতে পৌঁছানো অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা।

অপুষ্টি হলো একটি দেশের উন্নয়ন ঘাটতির অন্যতম কারণ। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য একই সঙ্গে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সকল বয়সীদের জন্য মানসম্পন্ন পুষ্টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে শুধু পুষ্টিকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ খাতগুলোতে কাজ করলে অপুষ্টির এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে না; পাশাপাশি খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেক্টর বা খাতগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে পুষ্টি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা (প্রতিবছর ৩.৩% হারে শিশুদের খর্বতা কমানো) অর্জন করতে সক্ষম হবে। এভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে যদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করা যায় ও জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য খাতে দ্রুত উন্নতি করতে পারবে।

১.২ পুষ্টি কার্যক্রম ও বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গুরুত্ব ও চাহিদা

অপুষ্টি শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, এর সাথে অন্যান্য সেক্টরের/খাতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যেমন- কৃষি, শিক্ষা, ওয়াস (ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন), শিশু ও নারী, মৎস্য ও প্রাণী ইত্যাদি। সুতরাং অপুষ্টি দূরীকরণে তথা পুষ্টির উন্নয়নে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরগুলোর অংশগ্রহণ ও সামাজিক সমস্যাগুলো বিবেচনা করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অপুষ্টির মৌলিক, অন্তর্নিহিত ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাস্থ্যখাতের বাইরে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ যেমন খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য খাতের কৌশলগত ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-র অন্যতম উদ্দেশ্য হলো **"পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা (ধারা ৫, উদ্দেশ্য ৫)"**। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে 'বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এর সদস্য হলো বিভিন্ন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থা ও মিডিয়ার প্রতিনিধি। এই কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো যাতে করে পুষ্টি উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করতে পারে, পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার ছাড়াও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ তথা এনজিও, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমভাবে এই কাজে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা, বহুপাক্ষিক সমন্বয় সাধন ও স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। বহুখাতভিত্তিক সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রমের গুরুত্ব অনুধাবন করে, কিভাবে উপজেলা ও জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি কাজ করবে এবং সেই সাথে কমিটি সমূহের উপর অর্পিত কর্ম-পরিধি বাস্তবায়ন করবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এই পরিচালনা সহায়িকা তৈরির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১.৩ জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সমন্বয় কমিটিসমূহ কিভাবে তার উপর অর্পিত কর্ম-পরিধি বাস্তবায়ন করবে তার সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান ও পুষ্টি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই পরিচালনা সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলোর দায়িত্ব হলো দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আলোকে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগ/খাতের সমন্বয় ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করা। উল্লেখ্য, গত ২০১৮

সালের ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপণ (নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১) জারির মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন বিভাগ ও খাতসমূহের সমন্বয়ে পুষ্টি বিষয়ক কমিটিসমূহ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিটি কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। এই পরিচালনা সহায়িকাটি মূলত এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে করে তারা এখান থেকে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কমিটিগুলোর কর্ম-পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে; এই পরিচালনা সহায়িকাটি প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মপরিধির আলোকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সার্বিক কার্যক্রমকে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ আরো সহজেই সমন্বয় ও তদারকি করতে পারবে।

বাংলাদেশে সমাজের প্রতিটি স্তরে সুস্বাস্থ্য ও যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহুখাত পন্থায় পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয় ও বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ ও দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) লক্ষ্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে। আর এই দিক নির্দেশনাসমূহের আলোকে এই পরিচালনা সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং এটি অনুসরণ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জেলা ও উপজেলা কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কেননা ক্ষুধামুক্ত সমাজ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে সরকার, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন অংশীদার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটবে তখনই, যখন সকলপক্ষ এই পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবেন।

পরিচালনা সহায়িকাটি প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিসমূহের কার্যক্রমকে গতিশীল করার মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৬-২৫) সফল বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNCC) এর সাথে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি কমিটিসমূহের সমন্বয় এবং জেলা-উপজেলা পুষ্টি কমিটিগুলোর আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি।

১.৪ পরিচালনা সহায়িকাটি কে বা কারা ব্যবহার করবেন

পরিচালনা সহায়িকাটির মূল ব্যবহারকারী হলো জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিটি জেলায় সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সকল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত জেলা পুষ্টি সমন্বয়কমিটি পরিচালিত হবে যেখানে সভাপতি হিসাবে জেলা প্রশাসক, উপদেষ্টা হিসবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে একই ভাবে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিতে সভাপতি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ উপদেষ্টা ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সুতরাং স্থানীয় বাস্তবতা ও চাহিদার কথা মনে রেখে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপরোক্ত দায়িত্বপ্রাপ্তগণ জেলা ও উপজেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এই পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন।

১.৫ পরিচালনা সহায়িকাটি ব্যবহার প্রক্রিয়া

কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই সহায়িকাটির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নীচের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে পারেন (তবে তা অবশ্যই এই পরামর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়):

- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি কমিটির জন্য প্রস্তাবিত পরিচালনা সহায়িকা একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ এবং তা আশু চাহিদার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাও চাহিদার কথা বিবেচনা করে তা নির্ধারিত সময় অন্তর যুগোপযোগী করা হবে। এটি সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীগণ সহজেই কী করতে হবে তা বুঝতে পারেন। প্রয়োজনে কোনো বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দরকার হলে কমিটির দায়িত্বশীলগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

- কমিটি তার উপর অর্পিত ভূমিকা ও কর্মপরিধি কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকার সহায়তা নিবে।

- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে সম্পদের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে কমিটি সদস্যদের জন্য এই পরিচালনা সহায়িকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অথবা ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা এবং সবাইকে সহায়িকার একটি কপি সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। পরিচালনা সহায়িকা বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মূল্যবান কোনো পরামর্শ থাকলে তা প্রশিক্ষকগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন যাতে করে যথাযথ পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করে সহায়িকাটির উন্নয়নে তা কাজে আসে।

২.

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতা

২.১ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (NPAN-2) ও বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির মধ্যে সম্পর্ক ও গুরুত্ব

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রমগুলোর অংশগ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বহুখাতের অংশগ্রহণে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যকর হবে। এই কমিটিগুলো জাতীয় পর্যায়ের নীতিমালা এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের দিক-নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় পুষ্টি নীতিমালা, পুষ্টি কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে **"দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (২০১৬-২৫)"** দলিলে সার্বিক দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। পুষ্টি কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা এবং তা অনুসরণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫)-এর ৬.৫. নং অনুচ্ছেদে বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ৭নং অনুচ্ছেদে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কৌশল হিসাবে জেলা এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের জন্য বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয়কারী প্লাটফর্ম হিসাবে উল্লেখ আছে।

২.২ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) কার্যক্রম

লক্ষ্য	উদ্দেশ্যসমূহ
জনগণের, বিশেষত মা, কিশোরী ও শিশুসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন ও অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	• শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা-সহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন; • বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা; • পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা; • পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা; • পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
লক্ষিত জনগোষ্ঠী	**থিমেটিক বিষয়সমূহ**
• শিশু – জীবনের প্রথম ১০০০ দিন অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত; • কিশোরী; • গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা; • বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং • শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী।	১. জীবনচক্রব্যাপী সবার জন্য পুষ্টি ২. কৃষি ও খাদ্য বৈচিত্র্য এবং স্থানীয়ভাবে গৃহীত খাদ্য উপকরণ ৩. সামাজিক নিরাপত্তা ৪. সমন্বিত সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন ৫. তথ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন ও গবেষণা, এবং ৬. সক্ষমতা তৈরি।

পুষ্টি সূচক ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে ২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টি হ্রাস করার লক্ষ্য:

নির্ধারিত সূচকসমূহ	বিডিএইচএস ২০১৪	অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার উন্নীত করা	৫৭%	৮০%
৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বাড়ানো	৫৫%	৭০%
২০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখার হার উন্নীত করা	৮৭%	৯৫%
৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বাড়ানো	২৩%	৪০%
কম ওজনের জন্ম হার কমিয়ে আনা	২৩%	১৬%
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির হার কমিয়ে আনা	৩৬%	২৫%
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশকায়তার হার কমিয়ে আনা	১৪%	৮%
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার কমিয়ে আনা	৩৩%	১৫%
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা	৩.১%	<১%
অপুষ্টির (বিএমআই ১৮.৫-এর কম) শিকার কিশোরীদের (১৫-১৯) হার কমিয়ে আনা	৩১%	<১৫%
৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার বাড়ানো	৯২%	৯৯%
আয়োডিনযুক্ত লবণ (>১৫ পিপিএম) গ্রহণের হার বাড়ানো	-	৯০%
মায়েদের অতিরিক্ত ওজনাধিক্য (বিএমআই ≥ ২৩) নিয়ন্ত্রণ ও হার কমিয়ে আনা	৩৯%	৩০%
রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের হার কমিয়ে আনা	৫০%	<২৫%
৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে শৈশবকালীন স্থূলতা বাড়তে না দেয়া	১.৪	স্থির রাখা
খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়		
মাথাপিছু ফলমূল এবং শাক-সবজি গ্রহণ	ফল- ৪৪.৭ গ্রাম শাক-সবজি- ১৬৬.১ গ্রাম (এইচআইইএস ২০১০)	≥ ৪০০ গ্রাম/ দিবস
দানাদার খাদ্য গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত মোট খাদ্য শক্তি (%)	৭০% (এইচআইইএস ২০১০)	<৫০%
পুষ্টি সমৃদ্ধ (ফর্টিফাইড) খাবার সরবরাহের জন্য ভিজিডি প্রোগ্রামের আওতায় আগত উপজেলার সংখ্যা	-	৫০%
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পুষ্টি উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা	১০% (অনুমান)	৫০%
স্থানীয় সরকার এবং প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পুষ্টি উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা	১০% (অনুমান)	৫০%
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		
নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যার হার (%)	৯৮%	>৯৯%
উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী মোট জনসংখ্যার হার (%)	৪৮% (বিডিএইচএস ২০১৪)	৭৫%
হাত ধোয়ার যথাযথ নিয়ম মেনে চলে এমন শিশু পরিচর্যাকারীর শতকরা হার (%)	২৭% (এফএসএনএসপি)	৫০%
শিক্ষা মন্ত্রণালয়		
মাধ্যমিক/উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেছে এমন নারীর হার (%)	১৪% (বিডিএইচএস ২০১৪)	৯০%
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছে এমন শিশুর (৩৬-৫৯ মাস) সংখ্যা (%)	১৩% (এমআইসিএস ২০১৩)	৩০%
দুর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
পুষ্টি সমৃদ্ধ (ফর্টিফাইড) খাবার সরবরাহের জন্য ভিজিডি প্রোগ্রামের আওতায় আগত উপজেলার সংখ্যা	-	৫০%
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১৫-১৯ বছর বয়সী নারীর গর্ভধারণের হার (%)	৩১% (বিডিএইচএস ২০১৪)	১০%
মহিলা যাদের ১৮ বছরের মধ্যে প্রথম বিয়ে হয়েছে (২০-২৪ বছর) (%)	৫৯% (বিডিএইচএস ২০১৪)	৩০%
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পুষ্টি উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা	১০%	৫০%
পুষ্টি সমৃদ্ধ (ফর্টিফাইড) খাবার সরবরাহের জন্য ভিজিডি প্রোগ্রামের আওতায় আগত উপজেলার সংখ্যা	-	৫০%

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫) একটি বহুখাতভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রম। এর সাথে সরকারের মোট ২২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। মন্ত্রণালয়গুলো হলো:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২) কৃষি মন্ত্রণালয় ৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৪) অর্থ মন্ত্রণালয় ৫) খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১০) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১১) তথ্য মন্ত্রণালয় ১২) শিল্প মন্ত্রণালয় ১৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ১৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৬) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৭) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১৮) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২১) শ্রম মন্ত্রণালয় ২২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৬-২৫)-এর ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমস্যার সমাধান ও কার্যক্রমের সমন্বিত কর্মকৌশল ছক এবং রূপরেখা আলোচিত হয়েছে; যা উপজেলা এবং জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিগুলোকে যথাযথ পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

২.৩. অপুষ্টির কারণ ও তা দূরীকরণে বহুপাক্ষিক সমন্বয় ও কার্যক্রমের সম্পর্ক

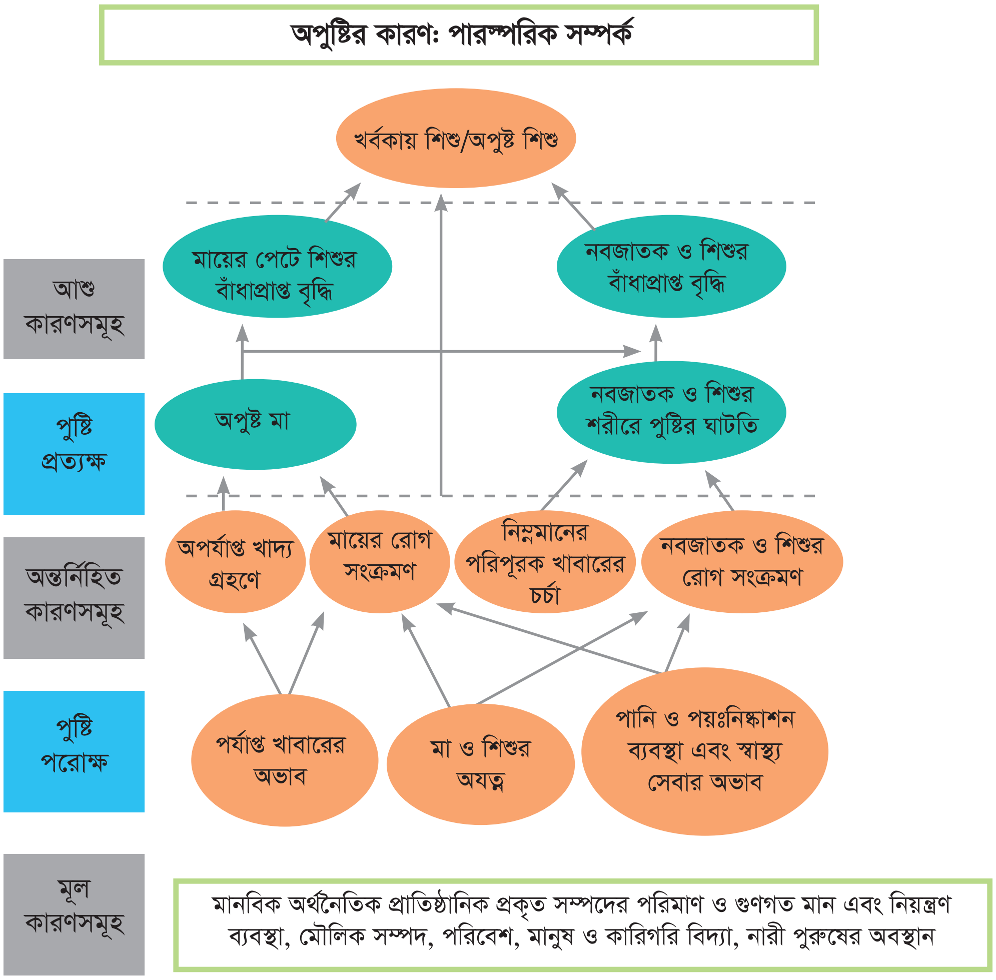

সূত্র: ইউনিসেফ

যে কোন সামাজিক সমস্যা সমাধান করা কোনো একক খাতের পক্ষে সম্ভব নয়, সেখানে অনেককে মিলে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হয়। ফলে বহুখাত পন্থার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। অপুষ্টি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, এর সঙ্গে কৃষি, শিক্ষা, নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতা জড়িত। সুতরাং পুষ্টি উন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অপুষ্টির মৌলিক, অন্তর্নিহিত ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট খাত যেমন: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য খাতের (আন্তঃমন্ত্রণালয়) মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা এর ২০১৫-এর প্রতিটি কৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যক্রমগুলোর নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বহুখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

দু'টি শিশুর মধ্যে জন্মবিরতির সময় বাড়িয়ে খর্বাকৃতির হার বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব, তাছাড়াও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, মায়ের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এর হার বাড়ানো, শিশুর পরিমিত জন্ম আকারের তুলনায় ছোট জন্ম আকার এর হার কমিয়ে আনা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন এর মাধ্যমে পুষ্টি অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। উপরিউক্ত বিষয়ে বিনিয়োগ ও সেবা নিশ্চিত করে মধ্য মেয়াদে পুষ্টি পরিস্থিতিতে জাদুকরী ফলাফল আনা সম্ভব। (সূত্র: বিডিএইচএস ২০১৪)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম

বাংলাদেশে পুষ্টির সার্বিক উন্নয়ন, পুষ্টিকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানের অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়?

অপুষ্টি জনিত সমস্যা মোকাবেলায় যেসব কার্যক্রম বা পদক্ষেপ সরাসরি পুষ্টি বা রোগের চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপনা প্রদান করে সেগুলোকে প্রত্যক্ষ পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রম বলে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান-জাতীয় পুষ্টি সেবা (IPHN-NNS), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান – সকলেই পুষ্টিকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের উদাহরণ

- ভিটামিন এ এবং কৃমিনাশক কর্মসূচি
- ডায়রিয়ার হলে খাবার স্যালাইন ও জিংক এর ব্যবহার
- মা ও শিশুর অপুষ্টি পূরণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টিকণা
- নবজাতক এবং ছোট শিশুকে-
  - ছয়মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো
  - ছয়মাস বয়সের পর মায়ের দুধের পাশাপাশি বয়স অণুপাতে বৈচিত্র্যময় বাড়তি খাবার খাওয়ানো
  - অন্য সাধারণ খাবারের পাশাপাশি ২ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া
- টিকা ও প্রতিষেধকসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ
- সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বলতে কি বোঝায়?

যেসকল কার্যক্রম সরাসরিভাবে অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবেলা করে না কিন্তু সংবেদনশীল সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত সমস্যার মধ্যবর্তী কারণগুলো মোকাবেলা করতে সহযোগিতা করে, সেগুলোকে পরোক্ষ পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রম বলে। পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর/বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের উদাহরণ

- খাদ্য নিরাপত্তা;
- অপুষ্টি দূর করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, যেমন: পুষ্টিগুণসম্পন্ন নিরাপদ ফসল, বৈচিত্র্যময় সবজি ও ফলমূল উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিশ্চিত করা;
- স্কুল কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য কাজ করা
- সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ওয়াস কার্যক্রম
- মা ও শিশুর প্রতি যত্নশীল পরিবার এবং সমাজ গঠন;
- অপুষ্টির অন্তর্নিহিত কারণগুলোর সমাধান বের করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের উদ্যোগ গ্রহণ;

নোট: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় পৃষ্ঠা নং ৮২তে পরিশিষ্ট ৫: কর্মসূচি সমূহের ব্যয়ের প্রাক্কলন এ উল্লেখিত উচ্চ অগ্রাধিকার বিষয় সমূহকে বিবেচনা করা হবে।

২.৪ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বহুস্তর (জেলা ও উপজেলা পর্যায়) ভিত্তিক সমন্বয়

জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে স্তরভিত্তিক সমন্বয় ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নয়ন অংশীদার ও সুশীল সমাজ জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় পর্যায় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় কমিটির কথা বলা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোকে অনুসরণ করে বহুখাতভিত্তিক সমন্বিত কমিটি জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় উল্লিখিত সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সমন্বিত কমিটিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন খাত বা সেক্টরের প্রতিনিধি থাকবেন এবং তারা পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি এবং সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করবে। স্তরবিন্যাস অনুযায়ী নিম্নোক্ত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

২.৫ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত পুষ্টি সমন্বয় কাঠামোর চিত্র

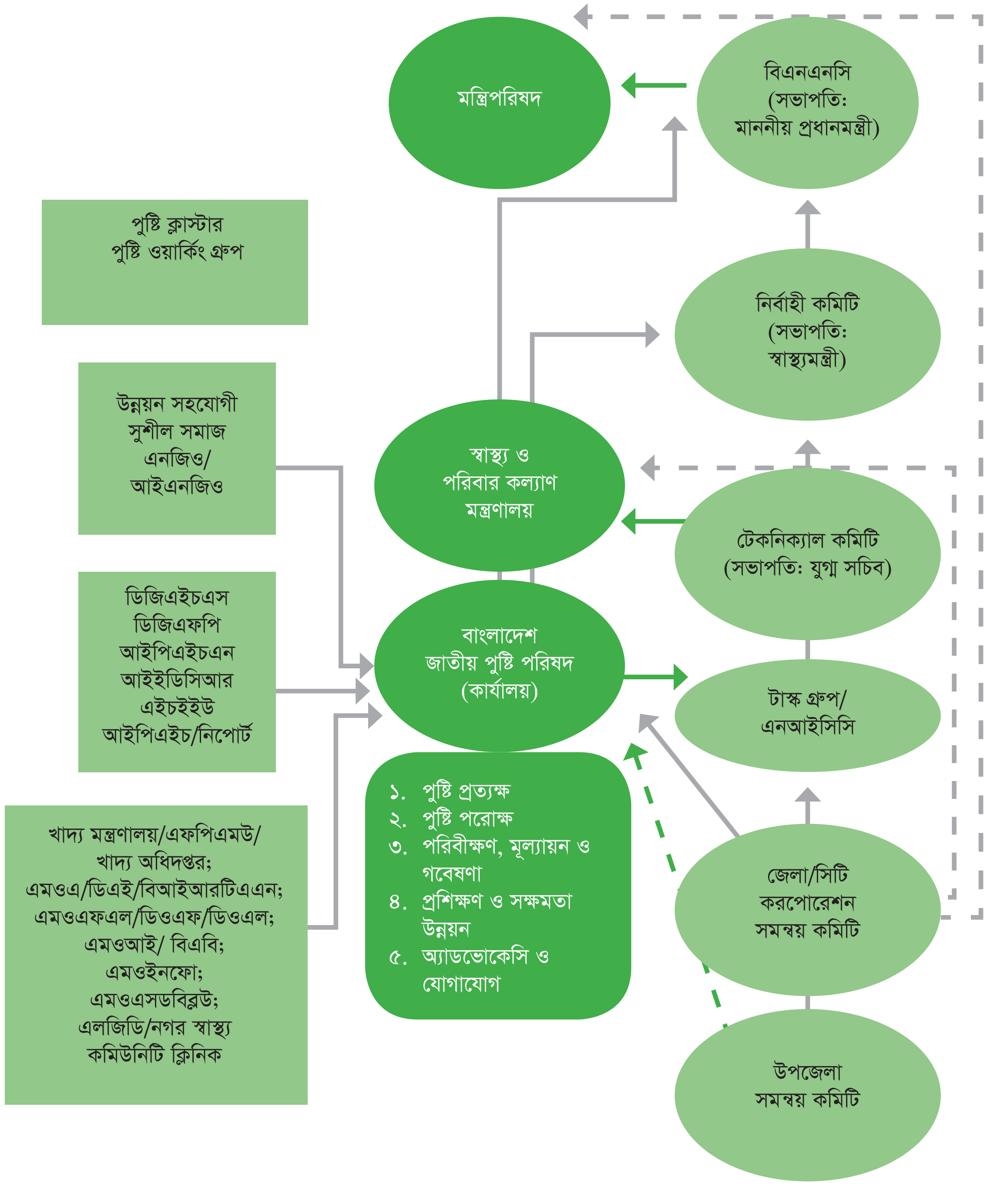

৩.

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

৩.১ সরকারি প্রজ্ঞাপন

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠনের নির্দেশে গত ১২.০৮.২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত (নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১) প্রজ্ঞাপন নিম্নরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২
www.hsd.gov.bd

২৮.০৪.১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১ তারিখ:----------------------

১২ .০৮.২০১৮ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ অনুমোদিত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)'র আলোকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

২। জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিঃ

(ক) কমিটির গঠন

১	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (নির্বাচিত)	উপদেষ্টা
২	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩	পৌর মেয়র, সদর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৫	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
৬	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৮	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৯	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
১০	জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১১	জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১২	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৭	জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১৮	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
১৯	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
২০	উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব/প্রতিনিধি	সদস্য
২১	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/পুষ্টি বিশেষায়িত সংস্থা/গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
২২	SUN সিভিল সোসাইটি এ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি- ০২ জন (সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৩	সাংবাদিক (স্থানীয়) – ০২ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৪	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি - ০২ জন (সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৫	সিভিল সার্জন	সদস্য সচিব

খ) কমিটির কর্মপরিধিঃ

১. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনার আলোকে জেলা পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ;
২. পুষ্টিজ্ঞান সম্প্রসারণে তথা পুষ্টি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩. জেলা পর্যায়ে সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৪. পুষ্টি সপ্তাহ পালন;
৫. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;
৬. জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে;
৭. ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার কোরাম গঠিত হবে।

৩। উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিঃ

ক) কমিটির গঠন:

১	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (নারী)	সদস্য
৪	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ)	সদস্য
৫	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৬	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৮	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
৯	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১০	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
১১	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২	উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১৩	উপসহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	স্কুল/কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধি – ০২ জন (ইউএইচএফপিও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫	স্থানীয় সাংবাদিক – ০৩ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/বেসরকারি সংস্থা (NGO)-৩ (তিন) জন (ইউএইচএফপিও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ	সদস্য
১৮	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

খ) কমিটির কর্মপরিধিঃ

১. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনার আলোকে উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মূল্যায়ণ;
২. পুষ্টি বিষয়ক জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩. পুষ্টি সপ্তাহ পালন;
৪. উপজেলা সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৫. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;
৬. উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে;
৭. ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার কোরাম গঠিত হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২২.০৮.১৮

(মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫৫৩১
ph2@hsd.gov.bd

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১/১(৫২০)

তারিখ: ২৮.০৪.১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১২.০৮.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩.২. কমিটির কর্ম-পরিধি ও তার ব্যাখ্যা

১. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৬-২৫) আলোকে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনায় (২০১৬-২৫) জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিটিসমূহ আঞ্চলিক পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে পুষ্টি কার্যক্রম পরিকল্পনা, যথাযথ বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। পুষ্টি সুনির্দিষ্ট ও পুষ্টি সংবেদনশীল পক্ষসমূহ, যেমন: সরকারি দফতর, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপন যা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনার আলোকে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন, পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভায় অগ্রগতির ফলোআপ এবং তার আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন গবেষণা অগ্রগতি ও প্রতিবেদনের আলোকে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করবে।

২. পুষ্টিজ্ঞান সম্প্রসারণে তথা পুষ্টি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পুষ্টিজ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যথা- আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম (BCC), সেবাকর্মীদের মাধ্যমে পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম ও কাউন্সেলিং এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে প্রদত্ত পুষ্টি বিষয়ক তথ্য যথাযথ উপায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দিবস উদযাপন যেমন- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগষ্ট), জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন (২৩-২৯ এপ্রিল), জাতীয় স্যানিটেশন মাস (সেপ্টেম্বর), বিশ্ব হাতধোয়া দিবস এবং কমিউনিটি ক্লিনিক দিবস (২৬ এপ্রিল), ডিম দিবস ও খাদ্য দিবস ইত্যাদি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাল্যবিবাহের কুফল, মাসিককালীন ব্যবস্থাপনা এবং শিশু ও কৈশোরকালীন পুষ্টি, কৃমি প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং আয়রন ও ফলিক এসিড গ্রহণের উপকারিতা বিষয়ে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ডকুমেন্টারি ও আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

নোটঃ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা পৃষ্ঠা নং ৭৪ পরিশিষ্ট ২: SBCC বিষয় সমূহের একিভূত তালিকায় প্রদত্ত কার্যক্রম সমূহকে অনুসরন করতে হবে।

৩. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

ভৌগোলিক, আঞ্চলিক বাস্তবতা ও স্থানীয় বিভিন্ন চর্চার কারণে এলাকাভেদে পুষ্টি সূচকের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। উপরোক্ত বাস্তবতার কারণে এলাকাভেদে পুষ্টির চাহিদা ও সূচকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে উপর থেকে প্রণীত পরিকল্পনা স্থানীয়ভাবে স্ব স্ব বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। যা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই স্থানীয়ভাবে বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা করা গেলে এবং তা সমন্বিত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের সকল এলাকা সমানভাবে পুষ্টির সূচকে এগিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হতে পারে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এ কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো এবং ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেটে তার প্রতিফলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদের চাহিদার ভিত্তিতে, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রমকে সমন্বয় করে বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত ৪.১.২ নং সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে)।

৪. জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ (২৩-২৯ এপ্রিল) পালন

সরকার পুষ্টিকে অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছে। তাই প্রতিবছর ২৩-২৯ এপ্রিল যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করে আসছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিবছর কেন্দ্র থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নির্ধারণ এবং নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সপ্তাহটি পালিত হয়। জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠিত হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ আরো কার্যকরভাবে পালিত হবে। এবং উপরোক্ত কমিটিসমূহ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে এবং স্থানীয় চাহিদার কথা বিবেচনা করে সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করবে। এব্যাপারে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহকে সামনে রেখে সর্বশেষ সমন্বয় সভায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেবে এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য একটি পরিকল্পনা করবে।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি জাতীয়ভাবে পুষ্টি সম্পৃক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করবে।

৬. জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার মিটিং ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সমন্বয় সভার আয়োজন করবে। সদস্য সচিব মহোদয় এ ব্যাপারে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সভাপতির অনুমতিক্রমে কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে কমিটির সদস্যদের নিকট চিঠি প্রেরণ করবেন। চিঠির কপি বিস্তারিতসহ (স্থান, কাল, আলোচ্যসূচী, পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন) ই-মেইল এবং প্রচলিত উভয়ভাবে সকলের নিকট প্রেরণের উদ্যোগ নেবেন।

৭. ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার কোরাম গঠিত হবে

ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমটির সভার কোরাম গঠিত হবে। জেলার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ কমিটির কাঠামো অনুসারে ২৮ জন সহ উপজেলা সদস্য সচিবের মোট সংখ্যা বিবেচনায় নিতে হবে। ধরা যাক, কোনো জেলায় মোট উপজেলার সংখ্যা ১১, অর্থাৎ উপজেলা সদস্য সচিবের সংখ্যা ১১ জন। তাহলে ২৮+ ১১=৩৯ জন। এর এক তৃতীয়াংশ হলো ১৩ জন। একইভাবে উপজেলা পুষ্টি কমিটির কোরাম বিবেচনা করতে হবে।

কমিটির সদস্য বিষয়ক ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা ১: ১২ আগষ্ট ২০১৮ইং তারিখের প্রজ্ঞাপনে (প্রজ্ঞাপন নং - ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১) জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য তালিকার ২০ নং এ বলা হয়েছে যে, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব/ প্রতিনিধি সদস্য। এর ব্যাখ্যা হলো সংশ্লিষ্ট জেলায় যতগুলি উপজেলা থাকবে ততজন সদস্য সচিব জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩.৩ কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

উপদেষ্টা: চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ

সভাপতি: জেলা প্রশাসক

সদস্য সচিব: সিভিল সার্জন

সদস্য: জেলার সকল অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

উপদেষ্টা

- কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি জেলা পুষ্টি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- তার নির্বাচনউ এলাকার পুষ্টি চাহিদার আলোকে কমিটি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে কিনা, তিনি তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সভাপতি ও সদস্য সচিবকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করবেন।

সভাপতি

- জেলা প্রশাসক কমিটির সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- তিনি নিয়মিত এবং জরুরি সভা আহ্বান করবেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন এবং কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
- কমিটির সভাপতি, জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জেলার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং প্রাপ্ত তথ্য ও শিখন কমিটির পরবর্তী সভায় সকলকে অবহিত করবেন।

সদস্য সচিব

- সিভিল সার্জন কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
- তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সভাপতি ও উপদেষ্টার অনুপস্থিতিতে তিনি জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

- তিনি এবং তার বিভাগ কমিটির সদস্যদের অথবা চাহিদা মোতাবেক পুষ্টি বিষয়ক যাবতীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা পুষ্টি কর্মকর্তা (পদায়ন সাপেক্ষে), জেলা সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউএন প্রতিনিধি বা সিভিল সোসাইটি এলায়েন্সের (সিএসএ ফর সান) সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সভা অনুষ্ঠান, মিটিং মিনিটস প্রস্তুত, অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও অন্যান্য কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। পরবর্তীতে জেলা পুষ্টি কর্মকর্তা পদায়ন হলে তিনি সদস্য সচিবকে উপরোক্ত দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবেন।
- সদস্য সচিব বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করবেন এবং প্রয়োজন হলে জাতীয় পর্যায়ে জেলার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সদস্য

- জেলায় কর্মরত সকল অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাদের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি জেলা পুষ্টি কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং উপজেলা পর্যায়ে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করবেন।
- কমিটি সদস্যগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে কমিটির কাছে ডুপ্লিকেশন করবেন।
- সদস্য প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করবেন যাতে কাজের ডুপ্লিকেশন এড়ানো যায় এবং যেখানে প্রয়োজন সেই চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবেন।
- বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা পুষ্টি কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- বিভিন্ন দিবস উদযাপনে সমন্বিত উদ্যোগের প্রতি গুরুত্ব দেবেন। সদস্য সচিবকে তার চাহিদামত সহযোগিতা প্রদান করবেন।

জেলা কমিটির বিশেষ দায়িত্ব: কর্ম-পরিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জেলা কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে–

- উপজেলা কমিটির চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন অথবা তা পূরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন।
- উপজেলা কমিটিকে তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।
- জেলা কমিটি স্থানীয় সরকার এর প্রতিনিধিদের পুষ্টি খাতে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ এবং প্রয়োজনে নির্দেশনা দিবেন। উপজেলা ও ইউনিয়নের বার্ষিক বাজেটে খাতওয়ারী বরাদ্দের সময় কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবেন।
- জেলা কমিটি প্রয়োজনে উৎসাহী নাগরিক, পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা অথবা কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন এমন সর্বোচ্চ ৩ সদস্য বা প্রতিষ্ঠানকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

খ. উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

উপদেষ্টা: চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
সভাপতি: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সদস্য সচিব: উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
সদস্য: উপজেলার সকল অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

উপদেষ্টা

- কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি উপজেলা পুষ্টি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- তার নির্বাচনী এলাকার পুষ্টি চাহিদার আলোকে কমিটি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে কিনা, তিনি তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সভাপতি ও সদস্য সচিবকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করবেন।

সভাপতি

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- তিনি নিয়মিত এবং জরুরি সভা আহ্বান করবেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন এবং কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

সদস্য সচিব

- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
- সদস্য সচিব সভাপতির পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

- সদস্য সচিব এবং তার বিভাগ কমিটির সদস্যদের অথবা চাহিদা মোতাবেক পুষ্টি বিষয়ক টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করবেন। তিনি উপজেলা পুষ্টি কর্মকর্তা (পদায়ন সাপেক্ষে), সিভিল সোসাইটি এলায়েন্সের (সিএসএ ফর সান) সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করবেন, মিটিং মিনিটস প্রস্তুত, অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি (ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক) ও অন্যান্য কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। পরবর্তীতে উপজেলা পুষ্টি কর্মকর্তা পদায়ন হলে তিনি এই সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
- সদস্য সচিব জেলা পুষ্টি কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করবেন এবং জেলা পুষ্টি কমিটির সভায় উপজেলা পুষ্টি কমিটির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রাপ্ত তথ্য, নির্দেশনা ও শিখন কমিটির পরবর্তী সভায় সবাইকে অবহিত করবেন।

সদস্য

- সদস্য অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি উপজেলা পুষ্টি কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। মাঠ পর্যায়ে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করবেন।
- তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন।
- সদস্য প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করবেন যাতে কাজের ডুপ্লিকেশন এড়ানো যায় এবং যেখানে প্রয়োজন সে এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবেন।
- বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পুষ্টি কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- বিভিন্ন দিবস উদযাপনে সমন্বিত উদ্যোগের প্রতি গুরুত্ব দেবেন। সদস্য সচিবকে তার চাহিদা মতো সহযোগিতা প্রদান করবেন।

উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বিশেষ দায়িত্ব: কর্ম-পরিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে–

- বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন অথবা তা পূরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে জেলা পুষ্টি কমিটির নজরে আনবেন।
- ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে (ইউডিসিসি) তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- উপজেলা কমিটি স্থানীয় সরকার এর প্রতিনিধিদের পুষ্টি খাতে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ ও প্রয়োজনে নির্দেশনা দেবেন।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তায় তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক সঠিক চাহিদা নিরূপণ এবং উপজেলা ও ইউনিয়নের বার্ষিক বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দের সময় কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন।
- উপজেলা পুষ্টি কমিটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য নির্ধারিত সময় পর পর বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।
- উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে উৎসাহী নাগরিক, পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা অথবা কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এমন সর্বোচ্চ ৩ সদস্য বা প্রতিষ্ঠানকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৩.৪ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তরের ভূমিকা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তরের ভূমিকাসমূহ:

- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সমাজসেবা, পশুসম্পদ ও নারী ও শিশু বিষয়ক বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করা;
- পুষ্টি উন্নয়নে সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ গুণগত সেবা প্রদান;
- দরিদ্র, অতিদরিদ্র, প্রান্তিক, গর্ভবতী/প্রসূতি মা ও তার সন্তানকে বিভিন্ন সেফটি নেট/নিরাপত্তা বেষ্টনি (অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি/দুঃস্থমাতা কার্ড, ভিজিএফ কর্মসূচি, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প ও মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রী বৃত্তি প্রকল্প) প্রকল্পের আওতায় আনা।

পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা:

- এলাকার চাহিদা বিবেচনা করে একটি বার্ষিক পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা করা;

- সামর্থ্য অনুযায়ী সার্বিক পুষ্টি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বোচ্চ গুণগত সেবা প্রদান করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;
- দরিদ্র, হতদরিদ্র ও প্রান্তিক গর্ভবতী/প্রসূতি মা ও তার সন্তানকে বিভিন্ন সেফটি নেট প্রকল্পের আওতায় আনা নিশ্চিত করা;
- পুষ্টিমান উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখা (কৃষি, নিরাপদ পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়নের জন্য ইত্যাদি) এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংবেদনশীল স্থায়ী কমিটিসমূহকে কার্যকরি করে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া;
- পুষ্টি উন্নয়নে বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন থেকে উপজেলায় এবং প্রয়োজনে জেলা পরিষদে প্রেরণ করা।

পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সিএসএ ফর সান এর ভূমিকা

সারা বিশ্বে সব ধরনের অপুষ্টি নির্মূলের লক্ষ্যে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) মুভমেন্ট এর সূচনা হয় যা বিভিন্ন দেশের সরকার, সিভিল সোসাইটি, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, দাতা সংস্থা, ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানী সকলের অংশগ্রহণে একটি সমন্বিত অভিযান। যে সকল রাষ্ট্র এই SUN মুভমেন্ট এ স্বাক্ষর করেছে তারা নিজ নিজ দেশে এর অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে SUN মুভমেন্ট-এ স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে অপুষ্টির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অঙ্গীকার করেন। সিএসএ-সান বাংলাদেশ (CSA for SUN Bangladesh) একটি নির্বাহী কমিটি ও একটি সাধারণ পরিষদ দ্বারা পরিচালিত প্রায় দুই শতাধিক বহুমাত্রিক দক্ষতা সম্পন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে গঠিত একটি সংস্থা। এর লক্ষ হলো একটি শক্তিশালী, সমন্বিত ও সক্রিয় সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের পুষ্টি এজেন্ডাসমূহের বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমসমূহের সম্প্রসারণ ঘটানোর মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল পুষ্টি উন্নয়নে সহায়তা করা। চার-বছর মেয়াদী কৌশলপত্র অনুযায়ী সিএসএ-সান এর ৬টি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটিসমূহ সক্রিয়করণে ও পুষ্টি কার্যক্রমসমুহের বাস্তবায়নে পরামর্শ ও ফ্যাসিলিটেশন সহায়তা দেয়া। তাই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির অংশীদারবৃন্দের মধ্যে যারা সিভিল সোসাইটি এলায়েন্স ফর স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (CSA for SUN) এর সদস্য তারা কমিটির কার্যক্রম অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়নে সদস্য সচিবকে তার চাহিদা মোতাবেক সহায়তা প্রদান করবেন।

সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

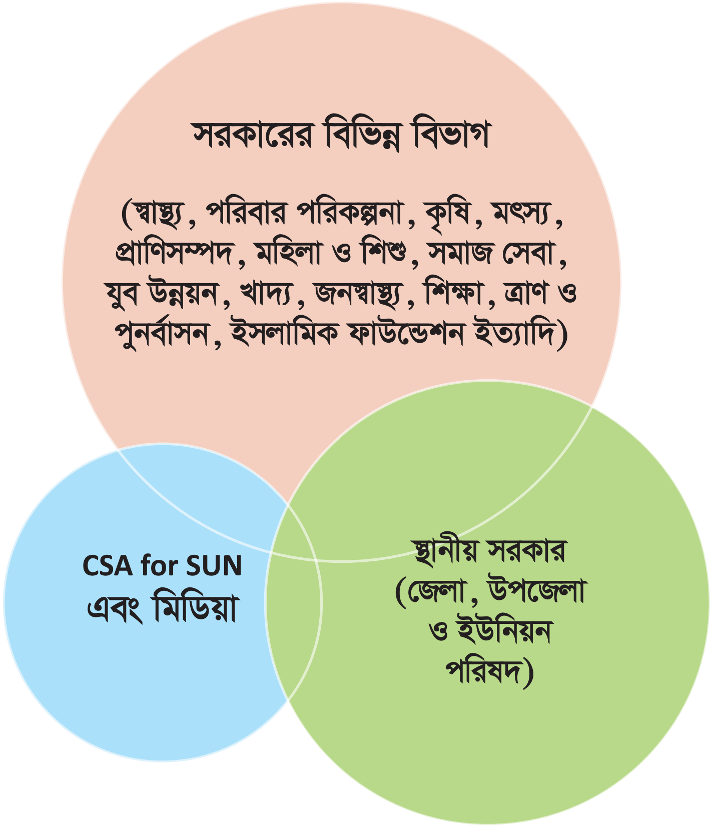

৪.

পুষ্টি সমন্বয় কমিটি কার্যকর ও স্থায়িত্বকরণের কর্ম-কৌশল ও প্রক্রিয়া

৪.১ জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্ম-কৌশল

নীচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি তাদের স্ব-স্ব কমিটি কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল করবেন।

৪.১.১ কমিটির কার্যক্রম গতিশীলকরণ

↓

৪.১.২ বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

↓

৪.১.৩ পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, মনিটরিং ও সমন্বয়

↓

৪.১.৪ কমিটির কার্যক্রম স্থায়িত্বকরণ/ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

প্রতিটি কর্ম-কৌশলের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ধাপসমূহ সম্পর্কে নিম্নে ধারণা প্রদান করা হলো। তবে কমিটিসমূহের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্ম-কৌশল সমূহের যথাযথ প্রয়োগ করবেন।

কর্ম-কৌশল-৪.১.১: কমিটির কার্যক্রম গতিশীলকরণ

উদ্দেশ্য: সরকারের প্রজ্ঞাপন এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা এর নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটি সঠিক-ভাবে গঠন, নিয়মিত সভা আয়োজন এবং সকল সদস্য/প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গুরুত্ব: প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ জেলা ও উপজেলাভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গুরুত্ব এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে কমিটির কার্যক্রম চলমান ও সক্রিয় হলে সকল অংশগ্রহণকারী সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্ব এবং মালিকানা (ownership) নিশ্চিত বা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রক্রিয়া/ ধাপ:

- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি তাদের স্ব-স্ব কমিটির সদস্য সচিবের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে আলোচনার সূচনা করবেন।
- কমিটির সদস্যগণের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, দায়িত্ব বন্টন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- কমিটির সভাপতি মহোদয় (জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) কমিটির উপদেষ্টা ও সদস্য সচিব ছাড়াও কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সাথে আলোচনাপূর্বক একটি সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করবেন।
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতিগণ কমিটিতে তার দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে একটি দলীয় প্রচেষ্টা গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন।
- কমিটির সভাপতি, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (যেহেতু তারা স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি) এবং সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার মর্যাদা ও সক্ষমতাকে গুরুত্বের সঙ্গে কাজে লাগাবেন।

নোট: প্রজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা করার সময় যে দুটি প্রশ্ন করে উত্তর নির্ধারণে সহায়তা করা যায়, তা হলো

প্রশ্ন-১ঃ কমিটি কার্যকর এবং টেকসই করার জন্য শুরু থেকেই কী কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

প্রশ্ন-২: কমিটি যে কার্যকর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা কী কী সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হবে?

- সভাপতি মহোদয়, উপদেষ্টা ও সদস্য সচিবকে তার দপ্তরে আমন্ত্রণ জানাবেন, যাতে আলোচনার মাধ্যমে প্রথম সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, স্থান এবং সময় নির্ধারণপূর্বক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
- সভাপতি এবং সদস্য সচিব তার সহকর্মীগণের সঙ্গে আলোচনা করে বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভায় যেসব আলোচনা, সিদ্ধান্ত, তথ্য-উপাত্ত এবং কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হবে সেগুলি নথিভুক্তকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কমিটির সকল নথিসমূহের একটি করে অনুলিপি সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের স্ব-স্ব দপ্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের স্ব-স্ব পুষ্টি কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যদের সাথে আলোচনা করে একটি বাৎসরিক মিটিং ক্যালেন্ডার চূড়ান্ত করবেন। কমিটির সভাগুলিতে সকল সদস্যের সক্রিয় ও কার্যকরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাৎসরিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সভার অন্তত একসপ্তাহ আগেই সকল সদস্যের কাছে সভার নোটিশ/চিঠি (**সংযুক্তি ১: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্রের নমুনা**) পাঠানোর একটি নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সভার নোটিশ/চিঠি ইমেইল এবং প্রচলিত ব্যবস্থা অর্থাৎ চিঠি প্রেরণ দুইভাবেই হতে পারে। একইভাবে সভা-পরবর্তী দু'দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী প্রতিটি সদস্যের কাছে পাঠানোর স্থায়ী/নিয়মিত ব্যবস্থা করবেন।
- কমিটির প্রথম সভায় কমিটির সদস্যদের সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কমিটির কর্ম-পরিধি ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করবেন যাতে কমিটির সদস্যরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন ও সঠিকভাবে তা পালন করতে পারেন।

নোট: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিব তাদের স্ব-স্ব দপ্তরের একজন/দুইজন কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করবেন যারা সভাপতি এবং সদস্য সচিবকে এই কাজটি করতে যথাযথ ও সার্বক্ষণিক সহায়তা দিতে পারেন। যেমন: সভার নোটিস দেয়া, নথি সংরক্ষণ ও আপডেট করা, সভার নোটিশ জারি ও কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা ও সভার রেজ্যুলেশন কমিটির সকল সদস্যের কাছে পাঠানো নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

- জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বিতীয় সভা থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জন্য বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

কর্ম-কৌশল-৪.১.২: বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

উদ্দেশ্য: জেলা ও উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটিসমূহ সরকারের প্রজ্ঞাপন এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা দলিলের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত পুষ্টি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক স্থানীয় পুষ্টি পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ/সর্বোচ্চ ব্যবহারের ভিত্তিতে স্ব-স্ব জেলা ও উপজেলার জন্য বাৎসরিক সমন্বিত পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

গুরুত্ব: আশা করা যায়, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে কমিটির সভায় স্থানীয় পুষ্টি পরিস্থিতি, চলমান পুষ্টি কার্যক্রমসমূহ, বিদ্যমান ঘাটতি বা গ্যাপসমূহের সাথে সম্ভাব্য সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হলে সকল অংশগ্রহণকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য-উপাত্তভিত্তিক একটি বাস্তবসম্মত সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সাথে নিজেদের নেতৃত্ব, ভূমিকা বা করণীয়সমূহ সঠিকভাবে অবগত হবে তা উপলদ্ধি করতে পারবে।

প্রক্রিয়া / ধাপ:

জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি বরাবর নিজ নিজ উপজেলার জন্য উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরি ও জেলা পুষ্টি কমিটি বরাবর দাখিলের জন্য আহবান পূর্বক চিঠি (**সংযুক্তি ২: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরি ও জেলা বরাবর প্রেরণ প্রসঙ্গে চিঠির নমুনা**) প্রেরণ করবেন। একটি সমন্বিত বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে উপজেলার পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সদস্যদের (বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ওয়াস, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ) নিজ নিজ খাতের চলমান কার্যক্রমসমূহ, ঘাটতিসমূহ এবং সম্ভাব্য সম্পদ ও যে সকল সুযোগসমূহ রয়েছে, যা পুষ্টি উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, তা বিশ্লেষণের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সভাপতি বরাবর স্ব-স্ব পুষ্টি পরিকল্পনা জমা দিতে নির্দেশ (**সংযুক্তি ৩: বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর জন্য সভাপতির চিঠির নমুনা ফরমেট**) দেবেন। পরবর্তী সভায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। **{সংযুক্তি ৪: গ্যাপ (চাহিদা) এবং সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত সম্ভাব্য কার্যক্রম নির্ধারণের নমুনা ফরমেট ('ক' হইতে 'ত' পর্যন্ত)}** উদাহরণসহ গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণ এর ছক চিঠির সাথে সংযুক্ত থাকবে।

- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা দলিলের ১.১ এবং ১.৩ অনুচ্ছেদের আলোকে) উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব পুষ্টি উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ, জাতীয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে পুষ্টি পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের অবহিত করবেন। সেই সাথে নিজস্ব উপজেলার বিদ্যমান অপুষ্টির সমস্যাসমূহকে আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন।
- উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব আলোচনা সাপেক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তাদের দপ্তরের মনোনীত কর্মকর্তাদের সহায়তায় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।
- পরবর্তীকালে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভায় প্রাপ্ত সকল তথ্যের ভিত্তিতে কমিটির সকল সদস্যের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদসমূহ এবং সম্ভাব্য সমন্বিত উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করবেন। চিহ্নিত উদ্যোগসমূহের ভিত্তিতে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির জন্য সভার সভাপতি ও সদস্য সচিব মহোদয় পুষ্টি সমন্বয় কমিটিতে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তৈরি পুষ্টি কর্ম-

পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ছক/ফরমেটে (**সংযুক্তি ৫: সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপনের নমুনা ফরমেট**) সমন্বিত করে একটি চিঠি অনতিবিলম্বে জেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি বরাবর প্রদান করবেন।

নোট: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সকল সদস্যগণ সমন্বিত উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা পেতে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা দলিলের ৬নং সারণি-সমন্বিত কর্ম-কৌশলের ছক (পৃষ্ঠা নং ২৪-৪৪) এবং একই দলিলে প্রদত্ত পরিশিষ্ট-১ জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ (পৃষ্ঠা নং ৭০-৭৩), পরিশিষ্ট-২ SBCC (পৃষ্ঠা নং ৭৪) দেখতে পারেন।

- উপজেলা পুষ্টি কমিটির প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নির্ধারিত ছকে নিজ নিজ বিভাগের কমপক্ষে একটি করে পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরি করে কমিটির সভাপতি বরাবর তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেরণ করবেন। নিয়মিত কাজের সাথে অন্য বিভাগের সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার পাশাপাশি কোনো উদ্ভাবনী কার্যক্রমও প্রস্তাব করা যেতে পারে। বর্ণিত ধাপ অনুযায়ী উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি তাদের চলমান সভাগুলির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে সম্ভাব্য নতুন নতুন কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ অব্যাহত রাখবেন। তবে এই নির্দেশিকার ২.২ সেকশনে উল্লেখিত **"পুষ্টি সূচক ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা"** নামক টেবিলে উল্লেখিত সূচকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিবেচনা করা এবং অন্য সেক্টরের সাথে সমন্বয়ের সুযোগ আছে এমন কাজ প্রস্তাবনায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

নোট: উপদেষ্টা, সভাপতি এবং সদস্য সচিব কিছু যৌথ /সমন্বিত উদ্যোগ নিতে পারেন। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ কিছু উদাহরণ বা ধারণা মাত্র যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চিন্তার প্রসার ঘটাবে। তাই প্রদত্ত বিভিন্ন উদাহরণ সবসময় ও সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ না করে বরং বাস্তবতা ও স্থানীয় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। যেমন: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার, দরিদ্র ও হতদরিদ্র বাড়ি/খানা, বিশেষ করে যেসব বাড়ি/খানায় গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা ও দুই বছর বয়সী শিশু আছে তাদের জন্য, বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদন ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মাধ্যমে যেসব খানায় গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা ও দুই বছর বয়সী শিশু আছে, তাদের জন্য প্রদত্ত সহায়তার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে (যেমন: প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার উৎপাদন ও গ্রহণে মহিলাদের অংশগ্রহণ) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিতে পারেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং শিক্ষা অধিদপ্তরসমূহ WASH পরিস্থিতি উন্নয়নে নানা রকমের যৌথ উদ্যোগ নিতে পারেন। যেমন: নিরাপদ পানি, হাত ধোয়া এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুযোগ তৈরি এবং ব্যবহারে ক্যাম্পেইন/ প্রচারণা চালাতে পারেন।

নোট: স্ব-স্ব কমিটির সভাপতি/সদস্যসচিব তাদের দপ্তরের পরিসংখ্যানবিদ বা প্রযোজ্য কর্মকর্তাকে মনোনীত করবেন, যাতে করে এই মনোনীত কর্মকর্তা সকল দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সভাপতি ও সদস্য সচিবকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারেন

- জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব ও কমিটির সদস্যগণ (সরকারি বিভাগসমূহ) স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি পুষ্টি উদ্যোগসমূহ বাড়ানো/সম্প্রসারণের জন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের কাছে পুষ্টি উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিতে পারেন। সাধারণত সরকারি বিভাগসমূহের একটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থাকে যা জুলাই-জুন অর্থবছর ভিত্তিক হয়ে থাকে এবং যেখানে খাতভিত্তিক বরাদ্দ থাকে। তাই পুষ্টি কমিটির সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহ চলতি অর্থবছর বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে নতুন নতুন পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য উদ্যোগ নেবেন।
- উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য। এক্ষেত্রে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি পুষ্টি কমিটির নিয়মিত সভায় তাদের স্ব-স্ব উপজেলার সদস্য প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা জেলা পুষ্টি কমিটিতে যথাসময়ে প্রেরণের আহবান জানাবেন।
- একইভাবে ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাই উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি সভায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যানদের তাদের স্ব-স্ব ইউনিয়নের জন্য একটি পুষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও তা যথাসময়ে কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানাবেন।

নোট: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের ইউপি চেয়ারম্যানদের ইউনিয়ন ভিত্তিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির জন্য নিম্ন লিখিত নির্দেশনা দিতে পারেন:

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সভাপতি বরাবর প্রেরণ করবেন। ইউনিয়নের পরিকল্পনা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল কমিউনিটি গ্রুপ থেকে দুইজন সদস্য সহ (একজন নারী) আলোচনাসভা করবেন। পরিকল্পনা তৈরির গুরুত্ব এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণে একটি বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি হবে এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যবৃন্দ কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে পরিকল্পনা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি ও ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে

আলোচনা সাপেক্ষে সকল কমিউনিটি গ্রুপের পরিকল্পনা সমন্বয় করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে উপজেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ এই কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউপি-র বার্ষিক বাজেটে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও অর্থ বরাদ্দ করবে। কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সক্রিয় অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভা (বার্ষিক বাজেট প্রক্রিয়ার অংশ) থেকেও পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার সুযোগ আছে।

- উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি সমন্বিত বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার একটি অনুলিপি জেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ করবেন।
- জেলা পুষ্টি কমিটি, উপজেলাসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমের পাশাপাশি উপজেলার কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, সহযোগিতা, মনিটরিং, কার্যক্রমের যৌথ পরিদর্শন ও পর্যালোচনা সহ জেলা ভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রমগুলো যুক্ত করে জেলার বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে জেলা পুষ্টি কমিটির সভায় তা উপস্থাপন করবেন।
- যদি কোনো বিভাগ বা সংস্থা বা গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাদ পরে বা নতুন কোনো বিভাগ বা সংস্থা তাদের পরিকল্পনা যুক্ত করতে চায়, তাহলে সভায় আলোচনার মাধ্যমে তা জেলা পুষ্টি পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত হবে।
- সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভায় জেলার যে বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে তার একটি অনুলিপি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ বরাবর প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি স্ব-স্ব জেলার জন্য একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রকাশ (ছাপার অক্ষরে) করতে পারে যা বাৎসরিক বা একটি নির্ধারিত সময়কালের জন্য হতে পারে।

কর্ম-কৌশল-৪.১.৩: পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরি

উদ্দেশ্য: জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকর্তৃক আলোচনা সাপেক্ষে ও সঠিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রগতিসমূহ পর্যালোচনা, মনিটরিং, সমন্বয় ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা।

গুরুত্ব: যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং আলোচনার ভিত্তিতে কমিটিসমূহ তাদের গৃহীত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিয়মিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মনিটরিং-এর জন্য একটি সমন্বিত/বিভাগভিত্তিক মনিটরিং পরিকল্পনা গৃহীত হলে কমিটির সকল সদস্যগণের অংশীদারিত্ব, সুশাসন, সঠিক মনিটরিং ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রক্রিয়া/ ধাপ:

অগ্রগতিসমূহ পর্যালোচনা, মনিটরিং, সমন্বয় ও প্রতিবেদন তৈরি:

- জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের কমিটি কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। যার ভিত্তিতে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যৌথ মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করবেন এবং কমিটির সভাগুলিতে ফাইন্ডিংসসহ সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশসমূহ উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব চলমান সভাগুলিতে পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি সভার একটি স্ট্যান্ডিং এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। যাতে করে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্য সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহ গৃহীত সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিসমূহ সম্পর্কে কমিটির সকল সদস্যদের পর্যায়ক্রমিকভাবে আপডেট করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারেন।
- জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিতে উপজেলা পুষ্টি কমিটির সদস্য সচিবগণ এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ তাদের স্ব-স্ব উপজেলা ও ইউনিয়নের অগ্রগতি ও ফাইন্ডিংসসমূহ উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন করবেন। জেলা / উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর জন্য একটি নির্ধারিত চেকলিষ্ট থাকবে। জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ভিজিটের সময় নির্ধারিত চেকলিষ্ট (**সংযুক্তি ৬: জেলা / উপজেলা বহুখাত বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর নমুনা চেকলিষ্ট**) ব্যবহার করে জেলা ও উপজেলার পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা এবং কার্যকারিতা যাচাই করা যাবে। তেমনি, জেলা থেকেও উপজেলা পর্যায়ে ভিজিটের সময় নির্ধারিত চেকলিষ্ট (**সংযুক্তি ৬ঃ জেলা / উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর নমুনা চেকলিষ্ট**) ব্যবহার করে জেলা ও উপজেলার পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা এবং কার্যকারিতা যাচাই করবে। এটিও অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং তা জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছবে। পুষ্টি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের জন্য তথ্যগুলি ব্যবহৃত হবে এবং জাতীয় পর্যায়ের মনিটরিং / রির্পোটিং ইউনিট তথ্যগুলোর যথাযথ ব্যবহার করবেন।

উপজেলা পুষ্টি কমিটির যৌথ মাঠ পরিদর্শনের উদাহরণ

শ্রীধরপুর গ্রামে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সমাবেশ (সরকারি আশ্রায়ণ প্রকল্প), দ: বাদাঘাট ইউনিয়ন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ ঃ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পুষ্টি কমিটি একটি যৌথ মাঠ পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত যৌথ মাঠ পরিদর্শনের অংশগ্রহণকারী হিসাবে ছিলেন উপজেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব, উপদেষ্টা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাটাখালি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশের জন্য এজেন্ডার পরিধি ছিল একাধিক। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ঘিরে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। যেমন: বাল্যবিবাহের কুফল, ৩টি বিশেষ মূহুর্তে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার গুরুত্ব, গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা ও কিশোরীদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া, গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে প্রসব, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা প্রতিনিধি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ট্যাবলেট, গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা ও কিশোরীদের মাঝে বিতরণ করেন। আলোচনা শেষে পরিদর্শক দল গ্রামটি ঘুরে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলের অবস্থা, বাড়ির উঠানে সবজি বাগান ইত্যাদির সার্বিক অবস্থা অবলোকন করেন। গ্রামবাসীরা তাদের সুবিধা এবং অসুবিধার কথা পরিদর্শক দলকে অবগত করেন। নানাবিধ সমস্যার কথা শুনে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পরিদর্শক দল এই এলাকার জন্য বিশেষ কিছু কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেমন:

১. স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি ভার্ডকে অনুরোধ করা হয় বস্তায় সবজি চাষ এবং যে সকল মায়ের পাঁচ বছরের নীচে শিশু আছে এমন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উঠান বৈঠক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন এর আয়োজন করবে।
২. গ্রামবাসীকে হাঁস, মুরগি, কবুতর পালন করার জন্য, যদি কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজন হয় তাহলে সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
৩. গ্রামভিত্তিক স্যানিটারি ল্যাট্রিনের বর্তমান চিত্র ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।
৪. সজনে গাছ লাগানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

নোট: জাতীয় পর্যায় হতে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা এবং কার্যকারিতা যাচাই এবং জেলা হতে উপজেলা ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা এবং কার্যকারিতা যাচাই এর জন্য সংযুক্ত **(সংযুক্তি ৫: জেলা /উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর নমুনা চেকলিষ্ট)** চেকলিষ্টের নমুনা অনুসরন করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন / রিপোর্টিং:

- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ তাদের ওয়েব পোর্টালে উপজেলা ও জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কার্যকারিতা ও অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির জন্য নির্ধারিত ছক **(সংযুক্তি ৭: (ক) জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা; (খ) উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা)** সহ অনলাইন ভিত্তিক লিংক তৈরী করবে। প্রতিটি উপজেলা এবং জেলা থেকে সদস্য সচিব (অথবা মনোনীত ব্যাক্তি) নির্ধারিত সময়ে ওয়েব পোর্টালের নির্ধারিত লিংক এ গিয়ে স্ব-স্ব উপজেলা / জেলার জন্য তথ্য হালনাগাদ করবেন।
- অনলাইন তথ্য হালনাগাদের পর বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের ওয়েব পোর্টালে জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা ও জেলার সকল উপজেলার সমন্বিত প্রতিবেদন এবং উপজেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন, জেলা পর্যায় থেকে জেলা, সকল উপজেলার সমন্বিত প্রতিবেদন এবং উপজেলা পর্যায়ে তাদের নিজেদের অগ্রগতি ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে দেখতে পাবে।
- অনলাইন লিংক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে (সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের সহায়তায়) বিভাগ/সংস্থাভিত্তিক উপজেলার জন্য এবং সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন **(সংযুক্তি ৭ (খ): উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা)** তৈরি করবেন এবং তা জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কাছে প্রেরণ করবেন। জেলা পর্যায় থেকেও জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে (সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের সহায়তায়) বিভাগ/সংস্থাভিত্তিক জেলার জন্য **(সংযুক্তি ৭ (ক): জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা অনুযায়ী)** একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সহ সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার সমন্বিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন **(সংযুক্তি ৭ (গ): জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণের জন্য উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সমন্বিত প্রতিবেদনের ফরমেট এর নমুনা)** তৈরি করবেন এবং তা জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণ করবেন।

কর্ম-কৌশল-৪.১.৪: কমিটির কার্যক্রম স্থায়ীত্বকরণ /প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উদ্দেশ্য: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকর্তৃক সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে স্ব-স্ব কমিটির কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা ও কমিটিকে কার্যকরভাবে স্থায়ীত্বশীল/প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা।

গুরুত্ব: যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসব কমিটি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হলে এবং সভায় প্রত্যেক সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তার অগ্রগতি পর্যালোচিত হলে কমিটি কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হবে যা জেলার স্থায়িত্বশীল পুষ্টি উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকে কার্যকর করতে সভা পূর্বকালীন, চলাকালীন এবং পরবর্তীকালে আলোচ্যসূচি বা এজেন্ডা অনুযায়ী তাদের স্ব-স্ব প্রস্তুতি, সমন্বয়ের ধরন এবং কিভাবে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখা যেতে পারে সে সম্পর্কে স্ব-উদ্যোগী হবেন।

প্রক্রিয়া/ ধাপ:

- জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব স্ব-স্ব কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজনের জন্য একটি বার্ষিক ক্যালেন্ডার নিশ্চিত করবেন। যেখানে পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সারা বছরের দ্বি-মাসিক সভার তারিখ উল্লেখ থাকবে। নিচে প্রণয়ন সভার বার্ষিক ক্যালেন্ডারের নমুনা দেওয়া হলো:

সভা	১ম সভা	২য় সভা	৩য় সভা	৪র্থ সভা	৫ম সভা	৬ষ্ঠ সভা
মাস	জানু' ১৯	মার্চ' ১৯	মে' ১৯	জুলাই' ১৯	সেপ্টে' ১৯	নভে' ১৯
তারিখ	২ জানু	৩ মার্চ	২ মে	২ জুলাই	২ সেপ্টে	৩ নভে
** নির্ধারিত দিনে সরকারি ছুটি থাকলে পরের দিন সভা অনুষ্ঠিত হবে*						

- জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব সরকারের প্রদত্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি প্রতি ২ মাসে যাতে একবার সভার আয়োজন করে সেজন্য সভার আগে এবং সভা চলাকালীন করণীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে করার জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেন:
    - নির্দিষ্ট তারিখ অনুসরণ করে সভার নোটিশ জারি করা
    - সকল সদস্য সভার নোটিশ পেয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা
    - সভার সময় প্রয়োজনীয় নথি, যেমন, পূর্ববর্তী মাসের সভার কার্যবিবরণী, বর্তমান সভার সিডিউল, কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

নোট: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিজেদের দপ্তর থেকে একজন কর্মী বা কর্মকর্তা চিহ্নিত করবেন, যারা আগে থেকেই সভাপতি ও সদস্য সচিবের সাথে আলোচনা করে পুষ্টি সমন্বয় কমিটিকে কার্যকারী ও চলমান রাখতে নিয়মিতভাবে সহায়তা করবে। জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব পুষ্টি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সেক্টর সদস্যদেরকেও তাদের দপ্তরে একইভাবে একজন কর্মকর্তা আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত করতে পরামর্শ দিবেন, যাতে করে স্ব-স্ব সেক্টর সদস্যগণ পুষ্টি সমন্বয় কমিটিতে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও অবদান চলমান রাখতে পারেন।

- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব সভা চলাকালীন সকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নথিভুক্ত করবেন এবং পরবর্তীকালে সভার কার্যবিবরণীতে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। সময়মত সভার কার্যবিবরনী সকল সদস্য বরাবর পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব তাদের দপ্তর ভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফলোআপ করাবেন। **(সংযুক্তি ৮: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনা বিবরণীর নমুনা ছক)**
- কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিজেদের দপ্তর ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত সভাসমূহের আগে সংগৃহীত সকল সিদ্ধান্তের অগ্রগতি বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা করাবেন এবং নির্ধারিত সভার আগেই আলোচ্যসূচি এবং সম্ভাব্য কর্মসূচি (Actions) কি হতে পারে সেগুলি প্রস্তুত করাবেন।
- জেলা/উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব সভাসমূহকে কার্যকারী করতে সভার এজেন্ডা অনুযায়ী সিডিউল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিটি সভার ব্যাপ্তিকাল যাতে কমপক্ষে ২ ঘণ্টা স্থায়ী হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিবেন।

কমিটির নির্ধারিত সভায় সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি/এজেন্ডা:

- দিবস উদযাপন (জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, কমিউনিটি ক্লিনিক দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, নারী দিবস, মৎস্য দিবস, ডিম দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, জাতীয় স্যানিটেশন মাস, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ইত্যাদি)
- পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ
- পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
- মাঠ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিনিময়
- ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি
- জরুরি অবস্থায় পুষ্টি
- মনিটরিং ও সুপারভিশন
- প্রশিক্ষণ
- সদস্য কো-অপ্ট
- অন্যান্য

- জেলা/উপজেলা ভিত্তিক প্রতিটি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব স্ব-স্ব কমিটির জন্য সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও চলমান রাখবেন।

৪.২ পুষ্টি সমন্বয় কমিটি এবং বিদ্যমান অন্যান্য কমিটির মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়

কে সমন্বয় করবে	কার সাথে সমন্বয় করবে	সমন্বয়ের ক্ষেত্র/ধরণসমূহ
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি	→ জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে এবং বিএনএনসি অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠাবে।
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি	উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি	→ UNO/UHFPO উপজেলা পুষ্টি কমিটির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা জেলা পুষ্টি কমিটির সভায় শেয়ার করবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার/বরাদ্দের আবেদন জানাবে। → জেলা পুষ্টি কমিটি উপজেলা পুষ্টি কমিটির বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি মনিটর করবে, ভালো অগ্রগতিসমূহকে উৎসাহিত করবে, উন্নয়নের সুযোগ আছে এমন দিকগুলির উপর পরামর্শ দেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে (উপজেলা পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং জেলা পুষ্টি কমিটি মিটিং এর মাধ্যমে)।
উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি	ইউপি চেয়ারম্যান-ইউনিয়ন পরিষদ	→ ইউপি চেয়ারম্যান ইউডিসিসির পুষ্টি সম্পর্কিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসমূহ উপজেলা পুষ্টি কমিটির মিটিং এ শেয়ার করবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার/বরাদ্দের আবেদন জানাবে। → উপজেলা পুষ্টি কমিটি ইউডিসিসির পুষ্টি সম্পর্কিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটর করবে, ভালো অগ্রগতিসমূহকে উৎসাহিত করবে, উন্নয়নের সুযোগ আছে এমন দিকগুলির উপর পরামর্শ দেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতা/সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে (ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং ইউএনসিসি মিটিং এর মাধ্যমে)।
ইউপি চেয়ারম্যান-ইউনিয়ন পরিষদ / অন্যান্য পুষ্টি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন এনজিও	ইউডিসিসি, স্থায়ী কমিটি/ সিজি/ সিএসজি / কমিউনিটি গ্রুপ/ কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ	→ সিজির সভাপতি ইউডিসিসির একজন সদস্য → সিজির সভাপতি সিজির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ইউডিসিসির মিটিং এ শেয়ার করবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার/বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের আবেদন জানাবে। → স্বাস্থ্য-পুষ্টি খাতে অনুমোদিত বাজেট স্ব-স্ব খাতে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সিজির সভাপতি ভূমিকা পালন করবে। → ইউডিসিসি সিজির বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি মনিটর করবে, ভালো অগ্রগতিসমূহকে উৎসাহিত করবে, উন্নয়নের সুযোগ আছে এমন দিকগুলির উপর পরামর্শ দিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে (সিজি পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং ইউডিসিসির মিটিং এর মাধ্যমে)। → সিজির সভাপতি সিএসজি'র মিটিংএ আলোচিত পুষ্টি প্রত্যক্ষ এবং পুষ্টি পরোক্ষ সেবাসমূহের চাহিদাসমূহ ইউডিসিসিতে শেয়ার করবে এবং ইউডিসিসি কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মাধ্যমে সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করবে।

আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি ৬ মাস অন্তর একটি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করতে পারে। যেখানে এই পুরো সমন্বয় প্রক্রিয়া, সমন্বিত উদ্যোগ-সমূহ ও তার কার্যকারিতা এবং সমন্বয়কে আরো কিভাবে জোরদার করা যায় তা গঠনমূলকভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

উল্লেখিত এইসব পর্যালোচনায় জেলা পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এবং আইপিএইচএন থেকে দুই-একজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যাতে করে তারা এই সমন্বয়ের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ধরন বুঝতে পারেন এবং পরবর্তীকালে জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় আলোচনা করে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের মাধ্যমে তাদের জেলা প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারেন। একইভাবে উপজেলা পর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় জেলা পুষ্টি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এবং তাদের সাথে মাঝে-মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের প্রতিনিধিও থাকতে পারেন। একইভাবে তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সেক্টর সদস্যদের স্ব-স্ব বিভাগের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। এই পর্যালোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন পর্যায়ের পুষ্টি সমন্বয় কমিটির (জাতীয়, জেলা, উপজেলা) মধ্যে সংযোগ/লিংকেজ তৈরি করা।

৪.৩ স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ

জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব আলোচনা সাপেক্ষে ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ভাল ফলাফলের জন্য একটি অধিদপ্তর/একটি উপজেলা/একটি ইউনিয়ন/ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। একইভাবে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি একই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাকেও স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে।

নোট: সকল পর্যায়ের কমিটি সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন এবং ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সংশ্লিষ্ট কর্মী, প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করতে পারেন।

৫.

উপসংহার

জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ ও দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদনের পর এর বাস্তবায়নের গতি যেন শ্লথ না হয় সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য গত ২০১৮ সালের ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন স্মারক নং (৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১) জারি করেছে। সে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন বিভাগ ও খাতসমূহের সমন্বয়ে সকল জেলা ও উপজেলাতে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটিসমূহের কাজকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ একটি সহায়িকা বা **'অপারেশনাল গাইডলাইন'** তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সহায়িকাটি তৈরির ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই সহায়িকাটি জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কার্যকর ও স্থায়িত্বকরণের কর্ম-কৌশল তৈরিতে সাহায্য করবে। এখানে উল্লেখিত বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উল্লেখিত কর্ম-কৌশল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সাথে জেলা ও উপজেলা কমিটি সমূহের সমন্বয়ের দ্বারা জেলা ও উপজেলা পুষ্টি কমিটিগুলোর আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সহায়িকাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এতে করে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গতিশীল হবে এবং ২য় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হবে।

৬.

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্রের নমুনা

উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভার বিজ্ঞপ্তির নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(উপজেলার নাম)
-ঃ সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ-

স্মারক নং: তারিখ:------------------- খ্রি:

বিষয়: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বিমাসিক সভা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ----------- তারিখ রোজ -------- বার, সকাল ৯:৩০ মিনিটে -------------------------- (সভার স্থান) উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিতদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

(----------------------)

সভাপতি
উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
এবং
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য

১. জেলা প্রশাসক -------- জেলা
২. সিভিল সার্জন ---------- জেলা
৩. উপদেষ্টা, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
৪. ---------------------------

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) কার্যার্থে যথাসময়ে ও স্থানে উপস্থিতির অনুরোধ সহ উপজেলা পর্যায়ের পুষ্টি কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে লিপিবদ্ধ থাকবে-

১। ---------------------
২। ---------------------
৩। ---------------------
৪। ---------------------

(----------------------)
সদস্য সচিব
উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
এবং
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

বি:দ্র: একই ফরম্যাট অনুসরন করে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি দ্বি-মাসিক সভার আমন্ত্রনপত্র সদস্যদের প্রেরণ করতে পারে।

সংযুক্তি ২: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও জেলা বরাবর প্রেরণ প্রসঙ্গে চিঠির নমুনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(জেলার নাম)

স্মারক নং-   তারিখ:-------------------খ্রি:

বিষয়: উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও জেলা বরাবর প্রেরণ প্রসঙ্গে চিঠি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধিতে, প্রতি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির জন্য একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা উল্লেখ আছে, যা জেলার পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গত ------------ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি "**বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা**" প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর এখনই উপযুক্ত সময়। এ লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য আগামী ২০১৯ - ২০ অর্থবছরের একটি সমন্বিত বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা আগামী ------------------ খ্রি: তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকলের মতামত ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে "**বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা**" চূড়ান্ত করা হবে। আপনার অবগতির জন্য বর্ণিত হচ্ছে যে, ------------ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জেলা পর্যায়ের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ণের কার্যক্রম শেষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা আশা করি, বহুখাতভিত্তিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ জেলার পুষ্টি অবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটবে।

(------------------)
জেলা প্রশাসক
এবং
সভাপতি, জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.... (সকল), জেলার নাম।

স্মারক নং-   তারিখ:-

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, ঢাকা
২। উপদেষ্টা
৩। সদস্য সচিব
৪। ....
৫। ....

(------------------)
জেলা প্রশাসক
এবং
সভাপতি, জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি।

সংযুক্তি ৩: বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর জন্য সভাপতির নমুনা চিঠি ও ফরমেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

(উপজেলা ও জেলার নাম)

স্মারক নং- তারিখ:-------------------খ্রি:

বিষয়ঃ **উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে আপনার সহযোগিতা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধিতে, প্রতি উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির জন্য একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণের কথা উল্লেখ আছে, যা উপজেলার পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গত ------------ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি "**বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা**" প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর এখনই উপযুক্ত সময়। এ লক্ষ্যে, স্ব-স্ব সেক্টর/বিভাগ/সংস্থাকে অত্র উপজেলার জন্য কার্যক্রমের গ্যাপ ও সুযোগসমূহ (সংযুক্ত ছক ব্যবহার করে) বিশ্লেষণপূর্বক নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হচ্ছে।
আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের একটি সমন্বিত বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আগামী ------------------ খ্রি: তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকলের মতামত ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে "**বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা**" চূড়ান্ত করা হবে। আপনার অবগতির জন্য বর্ণিত হচ্ছে যে, ------------ খ্রি: তারিখের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা আশা করি, বহুখাতভিত্তিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ উপজেলার পুষ্টি অবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটবে।

(------------------)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
এবং
সভাপতি, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি।

১. উপজেলা .... কর্মকর্তা,
২. চেয়ারম্যান .... ইউপি (সকল)
৩. উপজেলা ম্যানেজার .... (সংশ্লিষ্ট সকল)

স্মারক নং- তারিখ:-

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, ঢাকা
২। উপদেষ্টা, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
৩। সদস্য সচিব
৪। ....
৫। ....

(------------------)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
এবং
সভাপতি, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি।

সংযুক্তি ৪: গ্যাপ (চাহিদা) বা সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত সম্ভাব্য কার্যক্রম নির্ধারণের নমুনা ফরমেট (ক হইতে ট পর্যন্ত)

নমুনা ক: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কার্যক্রম নির্ধারণ ফরমেট

বিভাগ/অধি/ পরিদপ্তর: কৃষি জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/ সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
বসত-ভিটায়/ বাড়িতে সবজি/ফল-মূল বাগান গড়ে তোলায়/ চাষে প্রসার ঘটানো	লক্ষিত (খানা কভারেজ): ইনপুট সহায়তা (অর্থায়ন/ বাজেট এবং সম্পদ নির্দেশনা): প্রতিপাদন/ প্রদর্শন প্লটের সংখ্যা	লক্ষিত খানা-কভারেজের মধ্যে থেকে খানার সংখ্যা এসব খানায় পুষ্টি-তথ্য, বিশেষ করে খাদ্য-বৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে পৌঁছানো যায় ...	
পুষ্টি-সংবেদনশীল /পরোক্ষ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান			
ভিটামিন/খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ সবজি/ফল যেমন: কমলা, আলু ..) উৎপাদন করা/ ফলানো			

নমুনা খ: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার--ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

বহুখাত ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

বহুখাত ভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা গ: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর: স্বাস্থ্য জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/ চাহিদা বা সুযোগ/ সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রমোশন (জিএমপি) সেবা বিদ্যমান/চালু আছে/দেওয়া হয়			

কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই সেন্টার, আউটডোর সেবা কেন্দ্র সহ সকল বহির্মুখী সেবাপ্রদান ব্যবস্থায় আয়রন ফলিক এসিড নিয়মিত প্রদানের ব্যবস্থা আছে			
প্রসব-পূর্ব/গর্ভকালীন/প্রসবোত্তর সেবা/যত্ন এবং নিরাপদ প্রসব সেবার ব্যবস্থা (সেবা কেন্দ্রের প্রস্তুতি এবং কভারেজ)			
MAM/ SAM রোগীদের ব্যবস্থাপনা (সেবা কেন্দ্রের প্রস্তুতি এবং সেবা ব্যবহারের প্রবণতা)			

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন --)
উপজেলা, জেলা।

নমুনা ঘ: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার--ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা ঙ: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর: **পরিবার পরিকল্পনা** জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
সকল পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রমোশন (জিএমপি) সেবা বিদ্যমান/চালু আছে/দেওয়া হয়			
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্যাটেলাইট সেন্টারসহ সকল বহির্মুখী সেবা প্রদান ব্যবস্থায় আয়রন ফলিক এসিড নিয়মিত/ অবিরাম/অনবরত প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে			
প্রসবোত্তর পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিদ্যমান/ চালু আছে			
প্রসব-পূর্ব/গর্ভকালীন/প্রসবোত্তর সেবা/যত্ন এবং নিরাপদ প্রসব সেবার ব্যবস্থা (সেবা কেন্দ্রের প্রস্তুতি এবং কভারেজ)			

নমুনা চঃ উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা নমুনা ছঃ গ্যাপ (চাহিদা)/ সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/ অধি/পরিদপ্তরঃ মহিলা (ও শিশুবিষয়ক) বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর জেলা/উপজেলা

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/ সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
মাতৃত্বকালীন ভাউচার স্কিম	লক্ষিত গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা: ইনপুট সহায়তা (অর্থায়ন/ বাজেট এবং সম্পদ নির্দেশনা):		

নমুনা জঃ উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার--ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমুহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেনঃ

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা ঝ: গ্যাপ (চাহিদা)/ সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর (ডিপিএইচই) জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/ সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কি করা যেতে পারে
নিরাপদ সুপেয় পানির কভারেজ			
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার কভারেজ এবং তার ব্যবহার			
খানা, বিদ্যালয়, জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে হাত ধোয়া প্রসার/ পরিচিতিকরণ/সচেতনত-ামূলক স্কিম			
স্বাস্থ্য প্রসার/সচেতনতা সংক্রান্ত ডিপিএইচই-র অন্য কোন কর্মকাণ্ড			

নমুনা ঞ: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার- -ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেনঃ

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা ট: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/ অধি/পরিদপ্তর: স্থানীয় সরকার জেলা/উপজেলা: ইউনিয়ন:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/ সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
ভিজিডি (সেফটি নেট/সামাজিক নিরাপত্তা) কর্মসূচি			
নলকূপ/টিউবওয়েল			
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন/পায়খানা			
প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি			

নমুনা ঠ: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	চাহিদা	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১								
২								
৩								
৪								

বহুখাতভিত্তিক (মাল্টিসেক্টরাল) পুষ্টি সমন্বয়

নমুনা ড: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর: **শিক্ষা** জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
আয়রন ফলিক এসিড বিতরণের প্রচার কর্মসূচি			
হাত ধোয়ার সচেতনতা সংক্রান্ত প্রচার কর্মসূচি			

নমুনা ঢ: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার--ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

নমুনা ণ: গ্যাপ (চাহিদা)/সুযোগ (সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

বিভাগ/অধি/পরিদপ্তর: **এনজিও** জেলা/উপজেলা:

পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য	বর্তমান পরিস্থিতি	গ্যাপ/চাহিদা বা সুযোগ/সম্ভাবনা	গ্যাপ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুষ্টি (পরিস্থিতি) উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে
সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ			
গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রমোশন			
বসতভিটায়/বাড়িতে সব্জি/ফলমূল বাগান গড়ে তোলা/চাষ			
কৃষি উপকরণের যোগান			

নমুনা ত: উপরোক্ত গ্যাপ ও সুযোগসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করে সুপারিশকৃত টার্গেটসহ অগ্রাধিকার-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি-প্ল্যাটফরমে শেয়ার/ উত্থাপন/আলোচনা করবেন:

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম
বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই - - জুন -)
উপজেলা, জেলা।

ক্রম	কার্যক্রম	পরিকল্পিত সংখ্যা	মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা	সম্পদ / বাজেট	সময়কাল	সহযোগিতা	মন্তব্য
১							
২							
৩							
৪							

সংযুক্তি ৫ঃ সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপনের নমুনা ফরমেট

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কার্যক্রম

বার্ষিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা (জুলাই-----------জুন-------------)

জেলা / উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সমন্বিত পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী/ সুবিধাভোগী	বাজেট/ সম্পদ	বাস্তবায়নের সময়কাল (২০১৯ - ২০)				সহযোগী সংস্থা	মন্তব্য
					জুলাই - সেপ্টেম্বর	অক্টোবর - ডিসেম্বর	জানু - মার্চ	এপ্রিল - জুন		
বিভাগ / সংস্থার নামঃ										
১										
২										
বিভাগ / সংস্থার নামঃ										
১										
২										
৩										
বিভাগ / সংস্থার নামঃ										
১										
২										
৩										

(-----------------)
সদস্য সচিব
উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
এবং
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
(উপজেলা, জেলা)

(-----------------)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
এবং
সভাপতি, উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
(উপজেলা, জেলা)

সংযুক্তি ৬ঃ জেলা / উপজেলা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং এর নমুনা চেকলিষ্ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

জেলা / উপজেলা বহুখাত ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সক্রিয়তা, কার্যকারিতা মনিটরিং চেকলিষ্ট

১। সাধারণ তথ্যঃ

উপজেলার নামঃ____________________ জেলার নামঃ____________________ তারিখঃ ____ /____ /______

উপজেলা / জেলা কমিটির সভাপতির নামঃ________________________ মোবাইল নংঃ ____________________

২। পুষ্টি সমন্বয় কমিটির গঠনঃ

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) প্রজ্ঞাপন / নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	উপজেলা বহুখাত ভিত্তিক বা মাল্টিসেক্টরাল পুষ্টি সমন্বয় কমিটি সংক্রান্ত ১২.০৮.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের সরকারি প্রজ্ঞাপন।
খ) কমিটির উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিবসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সদস্যগণ কমিটির উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত ও তা বর্ণনা করতে সক্ষম	হ্যাঁ ☐ না ☐	স্মারক নং (৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০৩.১৮-৩১১)
গ) কমিটির উল্লেখিত সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব সর্ম্পকে অবগত এবং ব্যাখ্যা করতে সক্ষম	হ্যাঁ ☐ না ☐	সরাসরি কমিটির সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ

৩। পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভা:

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	সভার কার্যবিবরণী
খ) কমিটি সভায় প্রত্যাশিত উপস্থিতি (সংখ্যা/হার) নিশ্চিত হয়েছে (এক তৃতীয়াংশ)	হ্যাঁ ☐ না ☐	কমিটি সদস্যদের হাজিরা শিট
গ) নিয়মিত সভার প্রতিবেদন / রেজুলেশন এবং ফলোআপ আছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	সভার আলোচ্যসূচি ও আলোচনা,
ঘ) পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও ফলোআপ কার্যক্রম

৪। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ:

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) কমিটির পুষ্টি প্রোফাইল আছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	সভার কার্যবিবরণী - কী ধরনের তথ্য উপাত্ত আলোচিত হয়েছে
খ) সভায় নিয়মিতভাবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক আলোচনা হচ্ছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	
গ) কমিটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	পূরণকৃত তথ্য ফরম
ঘ) স্ব-স্ব বিভাগের (স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ, খাদ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, যুব উন্নয়ন, মৎস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ইত্যাদি) দ্বি-মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।	হ্যাঁ ☐ না ☐	তথ্য উপাত্ত সম্পর্কিত হ্যান্ড-আউট পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ঙ) পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত প্রতিবেদন/ রেজুলেশন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের হার।	হ্যাঁ ☐ না ☐	যৌথ পরিকল্পনাসমূহের প্রতিবেদন

৫। পুষ্টি সমন্বয় কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা:

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) পুষ্টি সমন্বয় কমিটির উপজেলার জন্য চলমান বাৎসরিক পরিকল্পনা আছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	যৌথ পরিকল্পনাসমূহের প্রতিবেদন / ডকুমেন্ট
খ) অংশগ্রহণমূলক ভাবে গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি বেসরকারি বিভাগের পুষ্টি কেন্দ্রিক এবং পুষ্টি সংবেদনশীল কার্যক্রম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে।	হ্যাঁ ☐ না ☐	
গ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হার (%)		
ঘ)	হ্যাঁ ☐ না ☐	

৬। উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে পুষ্টিকার্যক্রম গ্রহণ:

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভাসহ উন্মুক্ত বাজেট অনুষ্ঠান হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	সভার কার্যবিবরণী
খ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্যক্রম এর শতকরা বরাদ্দ হার (%)		উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর ভিত্তিক বাজেট প্রতিবেদন,
গ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রম এর শতকরা বরাদ্দ হার (%)		
ঘ)	হ্যাঁ ☐ না ☐	ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সমূহের ডকুমেন্ট

৬। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:

সূচক	প্রতিক্রিয়া	যেসব ডকুমেন্ট / দলিল দ্বারা যাচাই করা হবে
ক) পুষ্টি খাতে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে / হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	
খ) কমিটি পরিচালনা সহায়িকার উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	
গ) স্থানীয় এবং জাতীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং তথ্যের ব্যবহার বেড়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	যৌথ পরিকল্পনাসমূহের প্রতিবেদন/ ডকুমেন্ট
ঘ) যৌথ মনিটরিং এবং তার ফাইন্ডিংস-এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন/ পরিমার্জন করা হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	সভার কার্যবিবরণী
ঙ) বিভাগীয় পরিকল্পনায় এবং বাস্তবায়নে পুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর ভিত্তিক বাজেট প্রতিবেদন,
চ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে একটি করে বিভাগের পুষ্টি কার্যক্রম যৌথভাবে (সভাপতি, সহসভাপতি ও অন্যান্য সদস্য কর্তৃক) পরিদর্শন করা হয়েছে	হ্যাঁ ☐ না ☐	

পরিদর্শনকারীর নাম: ________________________________ **পদবী:** ____________________

কর্মস্থল: ____________________ **মোবাইল:** ____________________ **স্বাক্ষর:** ____________________

বি:দ্রঃ এ পরিদর্শন চেকলিষ্ট জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ের তত্ত্বধায়কগণের জন্য প্রযোজ্য।

নমুনা ৭ (ক): জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বরাবর: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, ঢাকা **প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:**

জেলা	প্রতিবেদনের মাস
	________________ থেকে ________________

ক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	কমিটির অনুষ্ঠিত দ্বি-মাসিক সভা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
২	কমিটির দ্বি-মাসিক সভার রেজুলেশন জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৩	দ্বি-মাসিক সভায় মোট উপস্থিতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৪	কমিটি পরিচালনা সহায়িকার উপর ওরিয়েন্টেশন / প্রশিক্ষণ পেয়েছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৫	কমিটি গত প্রতিবেদন দাখিল করেছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৬	জেলার জন্য একটি পুষ্টি প্রোফাইল আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৭	জেলার জন্য একটি বাৎসরিক সভা পঞ্জিকা আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	?
৮	জেলার জন্য একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৯	বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কার্যক্রমের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
১০	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কমিটি কোনো জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
১১	কমিটি গত বছরের তুলনায় পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে (*উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দের যোগফল*)	হ্যাঁ ☐	না ☐	হ্যাঁ হলে নীচে খাতগুলি লিখুন
১২				

১৩	বৃদ্ধিকৃত বরাদ্দের পরিমাণ নীচে লিখুন		
বিগত বছরে বরাদ্দকৃত টাকা		বর্তমানে বরাদ্দকৃত টাকা	
১৪	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কমিটির কোনো উদ্ভাবনী কার্যক্রম থাকলে তা সংক্ষেপে নীচে লিখুন		

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:

( )
সদস্য সচিব
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
জেলার নাম

প্রতিবেদন পর্যালোচনাকারী:

( )
সভাপতি
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
জেলার নাম

অনুলিপি:

নমুনা ৭(খ): উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট এর নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বরাবর: সভাপতি - জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি, জেলার নাম। **প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:**

উপজেলা	জেলা	প্রতিবেদনের মাস
		________________ থেকে ________________

ক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	কমিটির অনুষ্ঠিত দ্বি-মাসিক সভা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
২	কমিটির দ্বি-মাসিক সভার রেজুলেশন জেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৩	দ্বি-মাসিক সভায় মোট উপস্থিতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৪	কমিটি পরিচালনা সহায়িকার উপর ওরিয়েন্টেশন / প্রশিক্ষণ পেয়েছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৫	কমিটি গত প্রতিবেদন দাখিল করেছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৬	উপজেলার জন্য একটি পুষ্টি প্রোফাইল আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৭	উপজেলার জন্য একটি বাৎসরিক সভা পঞ্জিকা আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	?
৮	উপজেলার জন্য একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
৯	বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদনাধীন কর্মমাসে কার্যক্রমের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
১০	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কমিটি কোনো জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
১১	কমিটি গত বছরের তুলনায় পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে (*ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দের যোগফল*)	হ্যাঁ ☐	না ☐	হ্যাঁ হলে নীচে খাতগুলি লিখুন
১২				
১৩	বৃদ্ধিকৃত বরাদ্দের পরিমাণ নীচে লিখুন			
বিগত বছরে বরাদ্দকৃত টাকা		বর্তমানে বরাদ্দকৃত টাকা		

১৪	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কমিটির কোনো উদ্ভাবনী কার্যক্রম থাকলে তা সংক্ষেপে নীচে লিখুন

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:

(   )

সদস্য সচিব

উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

উপজেলা নাম

প্রতিবেদন পর্যালোচনাকারী:

(   )

সভাপতি

উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

উপজেলা জেলার নাম

অনুলিপি:

নমুনা ৭ (গ): জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণের জন্য উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সমন্বিত প্রতিবেদনের ফরমেট এর নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
সকল উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বিত প্রতিবেদন

বরাবর: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, ঢাকা **প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ:**

জেলা	মোট উপজেলার সংখ্যা	প্রতিবেদনের মাস
		____________ থেকে ____________

ক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	উপজেলা কমিটির অনুষ্ঠিত মোট দ্বি-মাসিক সভা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
২	উপজেলা কমিটির দ্বি-মাসিক সভার মোট রেজুলেশন জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৩	উপজেলা কমিটির দ্বি-মাসিক সভায় মোট উপস্থিতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৪	মোট উপজেলা কমিটি পরিচালনা সহায়িকার উপর ওরিয়েন্টেশন / প্রশিক্ষণ পেয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৫	মোট উপজেলা কমিটি গত প্রতিবেদন দাখিল করেছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৬	মোট উপজেলার পুষ্টি প্রোফাইল আছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৭	মোট উপজেলা কমিটির একটি বাৎসরিক সভা পঞ্জিকা আছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৮	মোট উপজেলা কমিটির একটি বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা আছে	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৯	বাৎসরিক পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদনাধীন কর্মমাসে কার্যক্রমের মোট অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
১০	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে কমিটি কোনো জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে	হ্যাঁ ☐	না ☐	
১১	প্রতিবেদনাধীন কর্ম-মাসে উপজেলা কমিটির কোনো উদ্ভাবনী কার্যক্রম থাকলে তা সংক্ষেপে নীচে লিখুন			

সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:

( )
সদস্য সচিব
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
জেলার নাম

প্রতিবেদন পর্যালোচনাকারী:

( )
সভাপতি
জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি
জেলার নাম

অনুলিপি:

সংযুক্তি ৮: পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনা বিবরণীর নমুনা ছক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসক / উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
(জেলার নাম / উপজেলার নাম)

সভা নং -

জেলা / উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির দ্বি-মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি :
সভার স্থান :
সভার তারিখ ও সময় :

পরিশিষ্ট ক: সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যবৃন্দের হাজিরা বিবরণী

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়/এজেন্ডা	সিদ্ধান্তসমূহ	সম্পন্নের তারিখ/ সময়কাল	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা / সংস্থা

(-----------------------)
জেলা প্রশাসক / উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
এবং
সভাপতি, জেলা / উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

স্মারক নং: তারিখ:

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহা পরিচালক, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, মহাখালী, ঢাকা।

২। উপদেষ্টা

৩। সদস্য সচিব

৪। সকল সদস্য

(-----------------------)
সিভিল সার্জন / উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
এবং
সদস্য সচিব, জেলা / উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি

৭.
পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট খাতওয়ারী বিভাজনের সরকারি প্রজ্ঞাপন:

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জানুয়ারি ২৩, ২০১৩ ৬১৫

(৬) প্রকল্প বা কার্যক্রম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ খাতভিত্তিক বিভাজন অনুসরণ করা যাইবে, যথা :—

খাতসমূহ	বরাদ্দ	
	সর্বনিম্ন পরিমাণ	সর্বোচ্চ পরিমাণ
১। **কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ঃ** (ক) **কৃষি ও সেচ ঃ** নিবিড় শস্য কর্মসূচি, প্রদর্শনী খামার, বীজ সরবরাহ, পরিপার্শ্বিক বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজি চাষ, জলনিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ।	১০%	১৫%
(খ) **মৎস্য ও পশু সম্পদ ঃ** পুকুর খনন, মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন।	৫%	১০%
(গ) **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা, ইত্যাদি।	৫%	৭%
২। **বস্তুগত অবকাঠামো ঃ** (ক) **পরিবহন ও যোগাযোগ ঃ** রাস্তা, নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন।	১২%	২০%
(খ) **গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা ঃ** হাট ও বাজার, গুদামজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা, কমিউনিটি সেন্টার।	৫%	৭%
(গ) **জনস্বাস্থ্য ঃ** পল্লী জল সরবাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে পায়খানা নির্মাণ, প্রভৃতি।	১৫%	২০%
৩। **আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ঃ** (ক) **শিক্ষার উন্নয়ন ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ।	৭%	১৫%
(খ) **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ ঃ** স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই কর্মসূচি, যুবক ও মহিলা কল্যাণসহ সমাজ কল্যালমূলক কর্মকাণ্ড।	১০%	২০%
(গ) **ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ** খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।	১০%	২০%
(ঘ) **বিবিধ ঃ** জন্ম মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন জরীপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকী ব্যয় হিসাবে ১% অর্থ এই খাত হইতে ব্যবহার করা যাইবে।	১০%	২০%

১৫৩

বি:দ্র: ইউনিয়ন পরিষদ সংকলন জুন ২০১৭ এর পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৩ তে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত জানুয়ারি ২৩, ২০১৩ মোতাবেক প্রকল্প বা কার্যক্রম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত খাতভিত্তিক বিভাজন অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা গেলে মাঠ পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হবে।

পরিশিষ্ট-২: SBCC বিষয়সমূহের একীভূত তালিকা

১. মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

২. শিশুদের (অনূর্ধ্ব ২ বছর) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সঠিক চর্চা বিশেষ করে বুকের দুধ পান করানো এবং সঠিক বাড়তি খাবার খাওয়ানো জোরদারকরণ;

৩. বিদ্যমান নির্দেশিকা ব্যবহার করে মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা;

৪. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবিকায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;

৫. কিশোরীদের পুষ্টি এবং বাল্যবিবাহ ও কৈশোরে গর্ভধারণের ঝুঁকি;

৬. প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অত্যাধিক লবণ ও চিনি, সম্পৃক্ত চর্বি এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং ওজনাধিক্য, স্থূলতা এবং অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধিতে এর প্রভাব;

৭. অসংক্রামক রোগ, যক্ষ্মা, এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি ও পুষ্টি সহায়তা;

৮. খাদ্য-নির্দেশিকা অনুসরণ করে সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য (Food) ঝুড়ি (basket) পরিকল্পনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বাছাই;

৯. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং জন্মবিরতিকরণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা;

১০. পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশীয় খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ জোরদারকরণ;

১১. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তৈরি ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যের রন্ধন-পদ্ধতি প্রদর্শন (বিশেষ করে বাড়তি খাবারের জন্য);

১২. ফলন কর্তন পরবর্তী বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষতি হ্রাস (পরিবহন, মিলিং, প্যাকেজিং, মজুদ ইত্যাদি) এবং পুষ্টিমান বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি ফসল সংরক্ষণ;

১৩. যথাযথ হ্যান্ডলিংসহ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা;

১৪. পরিবার পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য সরবরাহ প্রাপ্তি ও গ্রহণ বৃদ্ধির কৌশল;

১৫. পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা এবং আন্তঃপারিবারিক খাদ্য বণ্টন (জীবনের প্রথম ১০০০ দিনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া);

১৬. পুষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত আইন, যেমন: নিরাপদ খাদ্য আইন, লবণ আইন ইত্যাদির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রচারণা;

১৭. স্কুল বাগান ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি;

১৮. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে পুষ্টির বিষয়াদি সম্পৃক্তকরণ;

১৯. দুর্যোগের সময় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ;

২০. টেকসই অর্থ উপার্জনের কর্মক্ষেত্র/সুযোগ তৈরি;

২১. লিঙ্গ সংবেদনশীলতা অথবা নারীর ক্ষমতায়ন;

পরিশিষ্ট ৩: জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় উপস্থিতি ও পর্যালোচনাকারীবৃন্দের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. ডা. মোঃ শাহনেওয়াজ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
২. জনাব রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম-সচিব, পলিসি এন্ড প্লানিং উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৩. ডা. মোঃ ইউনুস, পরিচালক, আইপিএইচএন এবং লাইন ডাইরেক্টর-এনএনএস।
৪. ডা. এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডাইরেক্টর, এনএনএস।
৫. ডা. জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক (কর্মসূচী) স্বাস্থ্য, কেয়ার বাংলাদেশ।
৬. ডা. মোঃ এহসানুল করিম, সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৭. ডা. আশুতোষ দাস, সিভিল সার্জন, সুনামগঞ্জ।
৮. ডা. জয়নাল আবেদীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কিশোর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
৯. জনাব সমীর বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর।
১০. ডা. চৌধুরী জালালউদ্দিন মুর্শেদ রুমী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর।
১১. ডা. গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ খান সাদী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, ইউনিসেফ।
১২. ডা. ইখতিয়ারউদ্দীন খন্দকার, হেড অব হেলথ প্রোগ্রাম, প্ল্যান ইনটারন্যাশনাল।
১৩. ডা. শেখ শাহেদ রহমান, সিওপি, সূচনা কর্মসূচী, সেভ দ্য চিলড্রেন।
১৪. ডা. রাইসুল হক, সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজার, সূচনা, সেভ দ্য চিলড্রেন।
১৫. ডা. মফিজুল ইসলাম বুলবুল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস।
১৬. ডা. ফারহানা শারমীন, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, নিউট্রিশন এন্ড ফুড সেফটি, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন।
১৭. ডা. ফারিয়া শবনম, নিউট্রিশন এডভাইজার, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন।
১৮. ডা. এ এফ এম ইকবাল কবীর, কনসালটেন্ট, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
১৯. ডা. ফাতিমা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইপিএইচএন।
২০. ডা. মোঃ আক্তার ইমাম, সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২১. ডা. নাজমুস সালেহীন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২২. ডা. এস এম হাসান মাহমুদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২৩. ডা. নাইমা সুলতানা, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২৪. ডা. রেজওয়ান আহমদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।
২৫. ডা. রওশন জাহান, এমও, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২৬. মোস্তফা ফারুখ আল বান্না, এসোসিয়েট রিসার্স ডাইরেক্টর, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২৭. ডা. সাদিয়া আহমেদ, ডিপিএম (এমসিএইচ-এফপি)।
২৮. ডা. গীতা রাণী দেবী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার।
২৯. তাসকিন চৌধুরী, নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট, ইউএসআইডি।
৩০. তাসলিমা মেহজাবীন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, বারটান।
৩১. তনিমা শারমীন, নিউট্রিশন অফিসার, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম।
৩২. তানিয়া শারমীন, সিনিয়র টিম লিডার, জয়েন্ট একশন ফর নিউট্রিশন আউটকাম, কেয়ার বাংলাদেশ।
৩৩. নাজনীন রহমান, টিম লিডার, কালেক্টিভ ইম্প্যাক্ট ফর নিউট্রিশন, কেয়ার বাংলাদেশ।
৩৪. সাকিনা সুলতানা, টিম লিডার, মাল্টিসেক্টোরাল নিউট্রিশন প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ।
৩৫. জনাব এম হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর-এডভোকেসি, CI4N Initiative, কেয়ার বাংলাদেশ।
৩৬. জনাব মোঃ হাসানউজ্জামান, টেকনিক্যাল ম্যানেজার, কালেক্টিভ ইম্প্যাক্ট ফর নিউট্রিশন, কেয়ার বাংলাদেশ।
৩৭. ডা.খন্দকার রেজাউল হক, কনসালটেন্ট।
৩৮. জনাব হাসান ইমাম, কনসালটেন্ট।
৩৯. সেতারিয়া জান্নাত বেবী, কনসালটেন্ট।
৪০. ডা. দেলোয়ার হোসেন, কনসালটেন্ট, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল।
৪১. জনাব মোঃ নিজামউদ্দিন বিশ্বাস, লিড কনসালটেন্ট, নিউট্রিশন ইনটারন্যাশনাল।
৪২. সৈয়দা মুনিয়া হক, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং সিএসএ ফর সান।

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পরিচালনা সহায়িকা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালা উদ্বোধন

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পরিচালনা সহায়িকার বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ বিষয়ক ছোট দলে আলোচনা

উন্মুক্ত আলোচনা

সম্মিলিত প্রচেষ্টা
সবার জন্য পুষ্টি

কারিগরি ও সার্বিক সহায়তাঃ

care®

কেয়ার বাংলাদেশ